সংগীত

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সংগীত

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. করুণাময় গোস্বামী

ড. সন্‌জীদা খাতুন

সুধীন দাশ

ফেরদৌসী রহমান

রফিকুল ইসলাম

শীলা মোমেন

খালিদ হোসেন

নীলুফার ইয়াসমিন

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৯

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

শিল্পকলার চর্চা কোমলমতি শিক্ষার্থীর মানস গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীর মধ্যে নান্দনিকতা ও সৌজন্যবোধ তৈরিতে সহায়ক হয়। শিল্পকলার অন্যতম শাখা সংগীত তাল-লয়, সুর ও বাণীর সমন্বয়ে সৃষ্ট। সংগীতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হিসেবে ধারাবাহিকভাবে এ সকল বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য **সংগীত** বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়। এ বইয়ের তত্ত্বীয় অংশে সংগীতের নীতি, ইতিহাস, গুণীজনের জীবন ও কর্ম বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারিক অংশে শাস্ত্রীয়সংগীত ও বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে। তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ভিত রচনা করবে। কর্মজীবনে এ বিষয়টিকে পেশা হিসেবে গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
তত্ত্বীয়		১-১৯
প্রথম অধ্যায়	সংগীতের নীতি	১-৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	পরিভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	তাল ও ছন্দ প্রকরণ	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইতিহাস	৮-১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংগীতগুণীদের জীবনী	১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	১৭

ব্যাবহারিক		২০-৯৬
তৃতীয় অধ্যায়	শাস্ত্রীয়সংগীত	২০
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাগান	৩৬

প্রথম অধ্যায়
সংগীতের নীতি
প্রথম পরিচ্ছেদ
পরিভাষা

সংগীত

সাধারণত সংগীত বলতে গানকে বোঝায়। সংগীত কথাটি দিয়ে বাদ্যসংগীতকে বা বাজনাকেও বোঝানো হয়। তবে সংগীত বলতে মূলত গীত, নৃত্য ও বাদ্যকে একত্রে বোঝায়। সংগীতকে ইংরেজিতে Music বলে। গীত মানে কণ্ঠসংগীত, বাদ্য মানে বাদ্যসংগীত এবং নৃত্য মানে মুদ্রা ও অভিনয় সহযোগে অঙ্গক্রিয়া।

স্বর কী?

সংগীতে ব্যবহৃত ধ্বনির নাম স্বর। এই স্বর দুই প্রকার, তাহলো শুদ্ধস্বর ও বিকৃতস্বর। শুদ্ধ স্বর ৭টি ও বিকৃত স্বর ৫টি। উভয় মিলে মোট স্বরের সংখ্যা ১২টি । ৭টি শুদ্ধ স্বরের নাম হচ্ছে ষড়জ, ঋষভ বা রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ বা নিখাদ। সংক্ষেপে এগুলোকে বলে সা রে গা মা পা ধা নি।

শুদ্ধ স্বর আবার দুই প্রকার: চলস্বর এবং অচলস্বর। সাতটি শুদ্ধ স্বর হচ্ছে-সা রে গা মা পা ধা নি। এর মধ্যে সা এবং পা বিকৃত হয় না বলে এ দুটিকে বলে অচলস্বর। রে গা মা ধা নি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি বিকৃত হয় বলে এগুলোকে বলে চলস্বর।

স্বরের প্রকারভেদ

বিকৃত স্বর দুই প্রকার– যেমন: কোমল ও তীব্র বা কড়ি। কোমলস্বর চারটি। তীব্র বা কড়ি স্বর একটি। এগুলো কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ ও তীব্র মধ্যম।

তীব্রস্বর

তীব্রস্বরের সংখ্যা মাত্র একটি। সেটি হচ্ছে তীব্র মধ্যম বা কড়ি মধ্যম।

স্বরের নাম ও স্বর চিহ্ন

স্বরলিপির অনেক পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। স্বরচিহ্ন এবং স্বরগুলোর নামের তালিকা নিচে আকারমাত্রিক এবং ভাতখণ্ডে পদ্ধতি অনুযায়ী দেয়া হলো:

শুদ্ধস্বরের চিহ্নসমূহ

স্বরের নাম	স্বরের নাম (সংক্ষিপ্ত)	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
ষড়জ	সা	স	সা
ঋষভ বা রেখাব	রে	র	রে
গান্ধার	গা	গ	গ
মধ্যম	মা	ম	ম
পঞ্চম	পা	প	প
ধৈবত	ধা	ধ	ধ
নিষাদ বা নিখাদ	নি	ন	নি

বিকৃতস্বরের চিহ্নসমূহ

স্বরের নাম	আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে
কোমল ঋষভ	ঋ	রে
কোমল গান্ধার	জ্ঞ	গ
কড়ি মধ্যম	হ্ম	র্ম
কোমল ধৈবত	দ	ধ
কোমল নিষাদ	ণ	নি

সপ্তক

সাত স্বরের সমষ্টিকে সপ্তক বলা হয়। কণ্ঠসংগীতে সাধারণত তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে– মন্দ্র সপ্তক, মধ্য সপ্তক ও তার সপ্তক। প্রচলিত কথায় এগুলোর নাম– উদারা, মুদারা ও তারা। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে উদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে হসন্ত এবং তার সপ্তকের স্বর চিহ্নে রেফ ব্যবহৃত হয়। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে উদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে স্বরের নিচে বিন্দু এবং তার সপ্তকের স্বর চিহ্নে স্বরের উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হয় এবং মুদারা সপ্তকের স্বর চিহ্নে উভয় পদ্ধতির স্বরলিপি লিখনে কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। তিন সপ্তকের অবস্থান নিম্নরূপ:

	উদারা	মুদারা	তারা
আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে	স্ঋ্র্জ্ঞ্গ্ম্হ্ম্প্দ্ধ্ণ্ন্	সঋরজ্ঞগমহ্মপদধণন	র্সর্ঋর্রর্জ্ঞর্গর্মর্হ্মর্পর্দর্ধর্ণর্ন
ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে	সারেরেগগমর্মপধধনিনি	সারেরেগগমর্মপধধনিনি	সারেরেগগমর্মপধধনিনি

স্বরমালিকা

স্বরমালিকা এমন একটি অনুশীলন যা রাগে ব্যবহৃত হয়। এর স্বরসমূহ তালে আবদ্ধ করে পরিভ্রমণ করা যায়। স্বরমালিকা শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রাথমিক বা সূচনাকালীন অনুশীলনের আবশ্যিক।

জাতি

আরোহণ এবং অবরোহণের স্বর সংখ্যার হিসাবকে জাতি বলে। জাতি প্রধানত ৩টি। সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। সাত স্বরের রাগকে বলে সম্পূর্ণ জাতির রাগ। ছয় স্বরের রাগকে বলে ষাড়ব বা খাড়ব জাতির রাগ। পাঁচ স্বরের রাগকে বলে ঔড়ব জাতির রাগ। আরোহণ ও অবরোহণের স্বর সংখ্যাভেদে এই তিনটি থেকে নয়টি জাতি সৃষ্টি হয়। এগুলোর পরিচিতি নিম্নরূপ:

জাতির নাম	আরোহণের স্বর সংখ্যা	অবরোহণের স্বর সংখ্যা
সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ	৭ টি	৭ টি
সম্পূর্ণ-ষাড়ব	৭ টি	৬ টি
সম্পূর্ণ-ঔড়ব	৭ টি	৫ টি
ষাড়ব-সম্পূর্ণ	৬ টি	৭ টি
ষাড়ব-ষাড়ব	৬ টি	৬ টি
ষাড়ব-ঔড়ব	৬ টি	৫ টি
ঔড়ব-সম্পূর্ণ	৫ টি	৭ টি
ঔড়ব-ষাড়ব	৫ টি	৬ টি
ঔড়ব-ঔড়ব	৫ টি	৫ টি

আরোহ বা আরোহণ

যেকোনো স্বর থেকে উপরের স্বরে যাওয়ার জন্য প্রতিটি রাগে একটি নির্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে একে বলে আরোহ বা আরোহণ। আরোহ দুই প্রকার। যেমন: সরল ও বক্র।

অবরোহ বা অবরোহণ

যেকোনো স্বর থেকে নিচের দিকে চলার জন্য প্রতিটি রাগে একটি নির্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে একে বলে অবরোহ বা অবরোহণ। অবরোহ দুই প্রকার। যেমন: সরল ও বক্র।

বাদী ও সমবাদী

যে স্বরের অধিক ব্যবহারে রাগরূপ স্পষ্ট হয় তাকে বাদী স্বর বলে। রাগে যে স্বরটি বাদী স্বরের চেয়ে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তাকে সমবাদী স্বর বলে।

অনুবাদী স্বর

বাদী এবং সমবাদী স্বর ছাড়া অন্য যে স্বরগুলি রাগে ব্যবহৃত হয় তাদের অনুবাদী স্বর বলে।

বিবাদী স্বর

সাধারণত যে স্বর রাগে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু কুশলী শিল্পীগণ রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে স্বর ব্যবহার করে থাকেন তাকে বিবাদী স্বর বলে।

নিম্নে ১০টি ঠাটের নাম, স্বররূপ ও জনক রাগ এর পরিচিতি দেওয়া হলো:-

ঠাটের নাম	সাত স্বর	জনকরাগ
বিলাবল	সরগমপধন	বিলাবল
খাম্বাজ	সরগমপধণ	খাম্বাজ
কাফী	সরজ্ঞমপধণ	কাফী
আশাবরী	সরজ্ঞমপদণ	আশাবরী
ভৈরবী	সঋজ্ঞমপদণ	ভৈরবী
ভৈরব	সঋগমপদন	ভৈরব
কল্যাণ	সরগক্ষপধন	ইমন
মারওয়া বা মারবা	সঋগক্ষপধন	মারওয়া বা মারবা
পুরবী	সঋগক্ষপদন	পুরবী
টোড়ি	সঋজ্ঞক্ষপদন	টোড়ি

হারমোনিয়ামের স্কেল পরিচিতি

সংগীতে ব্যবহৃত ১২টি স্বরের প্রতিটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতের ধারায় এদেরকে স্কেল বলা হয়। নিচে এক সপ্তকের ১২টি স্কেল চিত্রসহ নির্দেশ করা হলো:

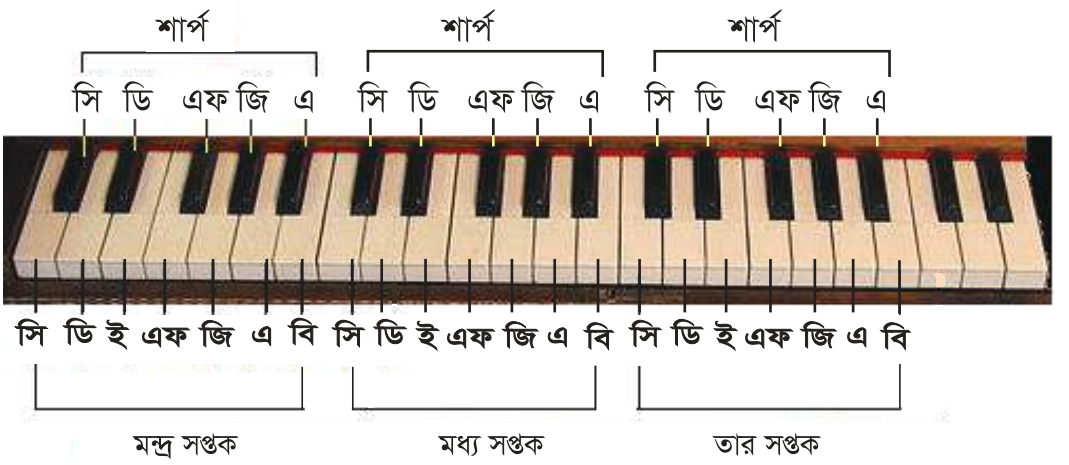

চিত্র -২: হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দা ও স্কেল পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাল ও ছন্দ প্রকরণ

তাল

সংগীতে মাত্রার ছন্দোবদ্ধ রূপকে তাল বলে। এই তাল মাত্রা, লয়, তালি, খালি, বিভাগ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। মাত্রা, আঘাত, অনাঘাত ও বিভাগের সমন্বয়ে সৃষ্ট ছন্দকলাকে তাল বলে। তাল দুই প্রকার– সমপদী তাল ও বিসমপদী তাল।

সমপদী তাল

যে তালের প্রতিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী তাল বলে।

বিসমপদী তাল

যে তালের প্রতিটি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা অসমান তাকে বিসমপদী তাল বলে।

তাললিপি

তালের লিখিত রূপকে তাললিপি বলে। যেমন তে, রে, কে, ধিন ইত্যাদি।

মাত্রা

তালের একককে মাত্রা বলে।

ঠেকা

প্রতিটি তালের বোল-বাণী যুক্ত একটি নির্দিষ্ট রচনা থাকে তাকে ঠেকা বলা হয়।

আঘাত

তালের কোনো কোনো মাত্রায় অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে এই স্থানগুলোকে আঘাত বলে। আঘাতের অন্য নাম তালি বা ভরি।

অনাঘাত

তালের কোনো কোনো মাত্রায় ঝোঁক পড়লেও তালি না দিয়ে উপরে হাত প্রদর্শিত হয়, এই স্থানগুলোকে খালি বা ফাঁক বলে।

গৃহ

এক বা একাধিক মাত্রার বিভাগকে বলে গৃহ।

সম

সাধারণত তালের প্রথম আঘাতকে বলে সম।

লয়

তালের গতিকে লয় বলে। লয় তিন প্রকার। যেমন: বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

বিলম্বিত লয়

ধীরগতির লয়কে বলে বিলম্বিত লয়।

মধ্য লয়

মাঝারি গতির লয়কে বলে মধ্যলয়।

দ্রুত লয়

দ্রুতগতির লয়কে বলে দ্রুত লয় বা জলদ।

তাললিপি পরিচিতি

তাল লেখার পদ্ধতিকে বলে তাললিপি। এতে মাত্রা, সম, আঘাত, অনাঘাত ও বিভাগ চিহ্নগুলো নির্দেশ করে

ঠেকার উল্লেখ থাকে। তালযন্ত্রে বোলসমূহ বিভাগ অনুযায়ী বাজাবার ক্রিয়াকে বলা হয় ঠেকা। ঠেকার নিচ দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে মাত্রা নম্বর দেওয়া হয় এবং ঠেকার ওপরে নির্দিষ্ট জায়গায় তাল চিহ্নগুলো দেওয়া হয়।

তালের বর্ণ

তবলার তালকে প্রকাশের জন্য যে বাণী ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সংগীতে যেমন সাতটি স্বরের ব্যবহার রয়েছে, তেমনি তবলায় দশটি বর্ণ রয়েছে। বর্ণ দুই প্রকার- মৌলিক বর্ণ ও যৌগিক বর্ণ। যে বর্ণ এককভাবে প্রকাশিত হয় তাকে মৌলিক বর্ণ বলে। যেমন- তা বা না, তি বা তিন, তে, টে বা রে, থুন, দি বা দিন, ক বা কৎ, গে। যে বর্ণ তবলা এবং বায়া উভয়ের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বর্ণ বলে। যেমন- ধা, ধিন।

তাল চিহ্ন পরিচিতি

	আকারমাত্রিক	ভাতখণ্ডে
সম	+	×
দ্বিতীয় আঘাত	২	২
তৃতীয় আঘাত	৩	৩
চতুর্থ আঘাত	৪	৪
অনাঘাত	০	০
বিভাগ	।	।

তাল: দাদরা

মাত্রা	৬
বিভাগ	২
ছন্দ	৩/৩
সম বা তালি	১ম মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	৪র্থ মাত্রায়
পদ	সমপদী

দাদরা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ১
বোল	ধা ধি না। না তি না। ধা
চিহ্ন	× ০ ×

তাল: কাহারবা

মাত্রা	৮
বিভাগ	২
ছন্দ	৪/৪
সম বা তাল	১ম মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	৫ম মাত্রায়
পদ	সমপদী

কাহারবা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ১		
বোল	ধা গে তে টে । না গে ধি না । ধা		
চিহ্ন	×	০	×

অনুশীলনী

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বর কাকে বলে? স্বরের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ।
২। শুদ্ধ স্বরগুলোর নাম ও স্বর চিহ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
৩। জাতি ও সপ্তক সম্পর্কে লেখ।
৪। আরোহী ও অবরোহী বলতে কী বোঝায়?
৫। রাগের নাম অনুসারে দশটি ঠাটের নাম লেখ।
৬। রাগ বলতে কী বোঝ? রাগের লক্ষণ সর্ম্পকে বর্ণনা কর।
৭। তাল কাকে বলে? তাল কত প্রকার ও কী কী?
৮। উদাহরণসহ তাল চিহ্নের বর্ণনা দাও।

খ. সংক্ষিপ্ত– উত্তর প্রশ্ন

১। সংগীত বলতে কী বোঝ?
২। বিকৃত স্বরগুলোর নাম ও স্বরচিহ্নের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
৩। কোমলস্বর সম্পর্কে লেখ।
৪। চলস্বর কী?
৫। স্বরমালিকা কী?
৬। বাদি ও সমবাদি সম্পর্কে লেখ।
৭। যেকোনো দুইটি ঠাটের স্বররূপ বা সাতস্বর লেখ।
৮। তালের বর্ণ কী? মৌলিক ও যৌগিক বর্ণগুলি লেখ।
৯। সম কাকে বলে?
১০। লয় কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাস
প্রথম পরিচ্ছেদ
সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শাস্ত্রীয়সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানবসভ্যতার প্রথম যুগে ভাষার উৎপত্তির আগেই মানুষ তার ভাব, আবেগকে প্রকাশ করেছে সুরে সুরে। মানুষের কণ্ঠনিসৃত ধ্বনি সুরবিহীন ছিল না। মানবকণ্ঠের এই সুরময় প্রকাশের উৎকর্ষিত রূপই সংগীত। সেই দিক থেকে বিচার করলে সংগীতের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। এই উপমহাদেশের সভ্যতা যেমন প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তেমনি সংগীতের ইতিহাসকেও কয়েকটি কাল-পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগভেদে উপমহাদেশীয় সংগীতকে মোট পাঁচটি কাল-পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) প্রাক-বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০–২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
খ) বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০–১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
গ) বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০–১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)
ঘ) মধ্যযুগ (১২০৭–১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)
ঙ) আধুনিক যুগ বা বর্তমান কাল (১২০৭–১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রথম তিনটিকে একত্রে প্রাচীন যুগ বলে। নিচে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রাচীন যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০–১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

ক) প্রাক-বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০–২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)

মোটামুটি সিন্ধু সভ্যতার সময়কে প্রাক-বৈদিক যুগ ধরা হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত সংগীতবাদ্যযন্ত্র,বীণা,মৃদঙ্গ,চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যরত নারী-পুরুষ মূর্তি সে যুগের সংগীত চর্চার সাক্ষ্য বহন করে, তবে সংগীত প্রসঙ্গে কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে সে সময়ের সংগীতের সঠিক রূপ কী ছিল তা নিরূপণ করা যায়নি।

খ) বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০–১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)

বৈদিক যুগের গান মূলত সামগান। আর্যদের আগমনের ফলে প্রাচীনযুগে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতা। বেদের স্তোত্রগুলিকে সুর করে গাওয়া হতো যজ্ঞানুষ্ঠানে। বৈদিক সংগীতে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি স্বর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংগীত শাস্ত্রকারদের মতে, এই উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি আদি স্বর থেকেই পরবর্তীকালে সাত স্বরের উদ্ভব হয়েছে।

গ) বৈদিকোত্তর যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০–১২০ খ্রিষ্টাব্দ)

বৈদিকোত্তর যুগে সংগীত চর্চার পাশাপাশি এর ঔপপত্তিক (শাস্ত্রীয়) বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময়েই রচিত হয় ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', নারদের 'সংগীত মকরন্দ', 'মতঙ্গের বৃহদ্দেশী' ইত্যাদি সংগীত গ্রন্থাদি। স্বরগ্রাম, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি সাংগীতিক পরিভাষাগুলি এই সময়ের শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ঘ) মধ্যযুগ (১২০৭–১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

মধ্যযুগে উপমহাদেশীয় সংগীত অভাবিত উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। এই সময়ে শাস্ত্রীয়সংগীতে শৈলি ও পরম্পরাগত উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং সংগীতে ঘরানা পদ্ধতির উন্মেষ ঘটে। মধ্যযুগের বিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যে শার্ঙ্গদেব, পার্শ্বদেব, কবি লোচন, অহোবল ও সোমনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ঙ) আধুনিক যুগ বা বর্তমান কাল (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ-বর্তমান কাল)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। আধুনিক যুগে ভারতীয় সংগীতের চরম উৎকর্ষতার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর।

যদিও আঠারো শতকের শেষভাগে রামনিধি গুপ্তের টপ্পা গানের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা গানের সূচনা হয়। পরবর্তীতে কালী মির্জার টপ্পা, শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাংলা ধ্রুপদ, রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তের গান, অতুলপ্রসাদের গান এবং নজরুলসংগীত বাংলা আধুনিক গানের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অজয় ভট্টাচার্য, হিমাংশু দত্ত, সলিল চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, শচীন দেব বর্মন উল্লেখযোগ্য। শেষপর্যায়ে আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদসহ সহস্র সংগীতকারের গৌরবোজ্জল ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এ দেশের কণ্ঠসংগীতকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ, ইতিহাস এবং কৃষ্টি এ দেশের গানে রূপায়িত হয়েছে। এ দেশের মাটি ও আবহ এ দেশের গানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস প্রাচীন। তবে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সংগীত শাস্ত্রকারদের লেখা বই থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। স্তোত্রকে অবলম্বন করেই সংগীতের যাত্রা।

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকে। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির (১২৬৭-১৩১৬) রাজত্বকালে হযরত আমীর খসরু শাস্ত্রীয়সংগীতে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। ফলে সংগীতের বিকাশ শুরু হয়, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, দাদরা, সাদ্রা, টপ্পা, ঠুমরি, গজল, কাওয়ালি, যুগলবন্ধ, প্রবন্ধ, রাগমালা, গুলনকশ, তারানা, চতুরঙ্গ, পট-খেয়াল, ত্রিবট, শোহেলা, জিগর, কাজরি প্রভৃতি নানান ধারায় সংগীতের বিকাশ সাধন হতে থাকে।

দশম শতাব্দী থেকে প্রবন্ধ সংগীতের সঙ্গে চর্যাপদের প্রচলন ছিল। তাই চর্যাকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম সংগীত বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের সেন বংশের শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁর সংগীতজ্ঞ সভাকবি ছিলেন জয়দেব। জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এর পদগুলো গাওয়া হতো। বাংলাগানের সমৃদ্ধ ইতিহাসের বিষয় বস্তু হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের যে লীলা বর্ণনা করা হয় তার মূল প্রেরণা এই গীত গোবিন্দ থেকে

এসেছে বলে ধরা হয়। তাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গীত গোবিন্দ বাংলাগানের ইতিহাসে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

মধ্যযুগের পূর্বে বাংলাদেশে নিবদ্ধ গানের প্রচলন ছিল। যে গান তালের সঙ্গে গাওয়া হয় তার নাম নিবদ্ধ গান। এ গানে চারটি কলি থাকে। যথা: স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংগীতে মুসলমানদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা। তাঁর শাসনামলে শ্রীচৈতন্যের কীর্তন প্রচলন শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রসার শুরু হয়। রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) শাস্ত্রীয়সংগীতের ওপর ভিত্তি করে বাংলায় টপ্পা গান উদ্ভাবন করেন। তাঁর টপ্পা গান 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতে নিধুবাবুর টপ্পার প্রচলন।

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সংগীতের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের ধারা বাংলাদেশের সংগীতেও প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে প্রচলিত গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা শুরু হয়। ফলে বাংলাদেশের সংগীত নতুন রূপে বিকশিত হতে শুরু করে। এ সকল সংগীতধারা ক্রমাগত বিস্তার লাভ করলেও সেই প্রাচীনকাল থেকে বাউল ও লোকধারার গান প্রচলিত ছিল। সেই বাউলধারার প্রধান প্রবর্তক লালন সাঁই (১৭৭২-১৮৯০) দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ স্রোত ছিল তাঁর গানের মূল যা বাংলাগানকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।

মার্গ সংগীত বাংলার প্রাচীন সংগীতের ধারা। বৈদিক ও তার পরবর্তী যুগে যে সুরের মাধ্যমে উপাসনা বা আরাধনা করা হতো, তাকে মার্গ সংগীত বলা হয়। এই গান সাধারণের জন্য নয় এবং এক ধরনের কঠিন ব্রত পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতি অনুসরণ করে গাওয়া হতো। অন্যদিকে দেশে দেশে অঞ্চলভেদে নানা ভাবে মানুষের হৃদয় উৎসারিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ গানগুলোকে দেশি সংগীত বলে। এই গানের আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বসাধারণের জীবন ও রুচির প্রকাশই এতে প্রধান দিক হিসেবে বিবেচিত। দেশি সংগীত মার্গ সংগীতের সমসাময়িক হলেও তা নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লোকসংগীত দেশি সংগীতেরই একটি ধারা। দেশি সংগীতে বিদেশি সুরের মিশ্রণ সর্মথন করা হতো। যেমন মধ্যযুগে পারস্য সংগীতের মিশ্রণের মাধ্যমে হিন্দুস্থানি সংগীতের বিকাশ ঘটে।

লোক বা গ্রামীণ সংগীত বলতে পল্লী ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের কথা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, শ্রম-শ্রান্তির কথা ফুটে ওঠে যে সংগীতে। এই গান মুলত মৌখিক, ভাষা আঞ্চলিক এবং প্রকৃতি নির্ভর। অথবা বলা যায় এই গান আদি তৃণমূল পর্যায়ের গান। সম্মিলক বা একক কণ্ঠে গাওয়া হলেও এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে বিবর্তনের মাধ্যমে বিকাশ ঘটে। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল, গম্ভীরা, পালাগান প্রভৃতি লোকসংগীত পর্যায়ের গান। লোকগানে একদিকে যেমন ভাব ও মরমিবাদ আছে, অন্যদিকে শ্রম-শ্রান্তি, জীবিকা নাটক নৃত্য সবকিছুরই উদ্দীপনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সংগীতের ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের গান সুর-সম্পদ এবং সুর-বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। বাংলাদেশের জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, কীর্তন, কবিগান, পালাগান, চট্‌কা ইত্যাদি বাংলাদেশের একান্ত সম্পদ। বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ভুবনকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন কালজয়ী সংগীত রচয়িতাগণ। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, লালন সাঁই, হাসন রাজা উল্লেখযোগ্য।

লোকসংগীত

বাংলাদেশের কণ্ঠসংগীতের ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে এ দেশের লোকগীতি বা লোকসংগীত। লোকসংগীত বাংলাদেশের দেশজ কৃষ্টি। তাই লোকসংগীত চিরায়ত সংগীত। এই সংগীতে রয়েছে মাটির মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। এই গানের মূল বিষযবস্তু গ্রামের মানুষের বিরহ-ব্যথা ও হাসি-কান্নার কাহিনি। গ্রাম্য জীবন, প্রকৃতি ও গ্রামের মানুষের মনের কথা নিয়ে লোকসংগীত রচিত। এ সংগীতে রয়েছে কৃষক, জেলে, মাঝি, তাঁতি, কামার ও কুমোরের মতো গ্রাম্য মানুষের মনের কথা। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসবে এ সকল গান গাওয়া হয়। লোকসংগীতে অনেক শ্রেণির গান রয়েছে। যেমন- বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, টুসু, গম্ভীরা, জারি, সারি, কবি, পালা, চটকা, ঝুমুর, গাজন, কীর্তন, পাঁচালি, পুঁথি পাঠ, মেয়েলি গীত, আলকাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লোকসংগীতে পল্লি মানুষের সহজ সরল মনের প্রকাশ ঘটে। এ গানে শাস্ত্রীয়সংগীতের জটিলতা নেই। এ গানের আবেদন সহজ ও সরল। তাই এ গানের আবেদন চিরন্তন। মূলত শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর করেই এ গান প্রবহমান নদীর ধারার মতো বহমান থাকে। বাংলাদেশের লোকসংগীত যুগ যুগ ধরে শুধুমাত্র দেশের সাংস্কৃতিক ধারাকেই নয়, বিদেশেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লোকসংগীতের ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:-

ভাটিয়ালি

'ভাটি' শব্দ থেকে ভাটিয়ালি কথাটি এসেছে। ভাটিয়ালি গানে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটে। ভাটির টানে মাঝি নৌকা ছেড়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গায়। এ গানের সুরে একটা উদাস ভাব আছে। এ গানের সুর টানা। কোনো বাঁধা তাল নেই। একক গান হিসেবে ভাটিয়ালি প্রচলিত। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে (ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর ইত্যাদি) ভাটিয়ালি গান খুব জনপ্রিয়।

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোকসংগীত। এই গান মূলত ভাব প্রধান। গানের কথা ও সুর করুণ। 'ভাব' শব্দ থেকে 'ভাওয়াইয়া' গানের উৎপত্তি। তবে অনেকের মতে 'ভাওয়া' শব্দ থেকে 'ভাওয়াইয়া' কথাটি এসেছে। কাশ, নলখাগড়ার বিস্তীর্ণ চরকে 'ভাওয়া' বলা হয়। 'ভাওয়াইয়া' গান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রচলিত।

বাউল

বাউল আধ্যাত্মিক গান। এ গান সাধকদের গান। এই সাধকরা 'বাউল' নামে পরিচিত। বাউলদের সাধনা অতি প্রাচীন। বাউলদের সাধনা সহজ পথের সন্ধান। গানের ভেতর দিয়ে তারা সেই পথের সন্ধান করে। বাউল গানের সঙ্গে একতারা ও ডুগ্‌ডুগি বাজানো হয়। বাউল গানের আবেদন অন্তর্ভেদী। লালন সাঁই বাউল গানের অন্যতম পুরোধা।

মারফতি

লোকসংগীতের আধ্যাত্মিক ধারার একটি অন্যতম গান মারফতি। স্রষ্টাকে প্রেমের মাধ্যমে অর্জনই এই গানের মূল লক্ষ্য।

মুর্শিদি

মুর্শিদ মানে গুরু। এই মুর্শিদি বা গুরুর প্রতি ভক্তি নিবেদন বিষয়ক গানই হলো মুর্শিদি গান। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও কেরাণীগঞ্জ অঞ্চলে এই গানের প্রচলন বেশি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সংগীতগুণীদের জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের অন্যতম রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কলকাতার সাহিত্য, সংগীত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনকার সমাজের কুসংস্কার দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক। ঠাকুর পরিবার ছিল যেমনি বিশাল তেমনি নানা প্রতিভাবানের সমাবেশে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দার্শনিক ও কবি, সেজো ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের প্রথম বাঙালি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। অন্যান্য ভাই বোনদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকার। গানের ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রনাথ অনেক ঋণী।

বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখা শুরু করেন। ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি গানও শিখেছেন। ছোটোবেলাতেই নিজের তৈরি গান শুনিয়ে বাবার কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে পড়েছেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, পরে নর্মাল স্কুলে। স্কুলের একঘেয়ে নিয়মের বন্দিদশা থেকে তিনি মুক্তি চাইতেন। অথচ অন্যদিকে আবার বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র বানিয়ে কড়া শাসন করতেন। এ ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের আপন খেয়ালের খেলা। আবার বন্ধ ঘরের জানালা দিয়ে উদাস দুপুরের রূপ দেখতেন। জমিদার বাড়ি হলে কি হবে প্রাচুর্য বা জৌলুসের মধ্যে তিনি বড়ো হননি।

'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে কবি হিসেবে সাহিত্যে বিশ্বের সেরা নোবেল পুরস্কার পান এবং সেই সুবাদে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পায়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু লেখেননি, সমাজসেবামূলক অনেক কাজ করেছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশের শাহজাদপুরে কৃষিব্যাংক এবং পশ্চিমবঙ্গে বোলপুরের শ্রীনিকেতনে পল্লি সংগঠন স্থাপন করেন। তাঁর মহত্তম কীর্তি শান্তিনিকেতন। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে সেখানে একেবারে শিশুশ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। নাচ-গান, ছবি আঁকা, কাপড় রাঙানো, তাঁত বোনা, সেলাই করা সব রকম কলা চর্চার ব্যবস্থা আছে লেখাপড়ার পাশাপাশি। এছাড়া, কুটির শিল্প, সমবায় এসবের জন্যও তিনি বহু কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন গানই তাঁর সেরা সৃষ্টি। তিনি দুই হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। এগুলো পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ এ রকম কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন নিজেই। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' তাঁরই রচনা।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংগীত ভুবনে এক অসাধারণ কবি, গীতিকার ও সুরস্রষ্টা। কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১১জ্যৈষ্ঠ বুধবার (১৮৯৯ সালের ২৪ মে) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে কাজী নজরুল ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। নয় বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ফলে আর্থিক সংগতির অভাবে তার বিদ্যালয়ের

শিক্ষাজীবন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য সামান্য চাকরি থেকে শুরু করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিক হিসেবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ১৯১০ সালে মসজিদে ইমামতি করেন ও স্থানীয় পীরের মাজারে খাদেম ছিলেন। ১৯১১-১২ সালে শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে প্রথম ভর্তি হন ও কিছুকালের মধ্যেই স্কুল ত্যাগ করে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটশনে ভর্তি হন। এরপর ১৯১৪ সালে তিনি ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও পরবর্তীতে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালে পুনরায় শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে ১৯১৭ সালে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে সৈনিকরূপে যোগদান করেন।

কৈশোরে লেটোর গান রচনা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবিতা রচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে তাঁর সৈনিক জীবনের মধ্যভাগ থেকে তিনি সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। এই সময়ে তাঁর "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" নামে রচনা মাসিক 'সওগাত' ও 'মুক্তি' নামে কবিতা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সৈনিক জীবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুরোপুরিভাবে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' নামে এক অমর কবিতা রচনা ও পরাধীনতা, সামাজিক অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে তাঁর নিরলস, দুঃসাহসী ও আপোষহীন সংগ্রাম তাঁকে 'বিদ্রোহী' কবি নামে জাতির কাছে পরিচিত করেছিল।

দেশ তখন ইংরেজ শাসনাধীন ছিল। পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনলবর্ষী রচনার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ তার বেশ কয়েকটি পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় ও একাধিকবার কারাগার বরণ করতে হয়।

সমাজের সাধারণ শ্রেণির মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সদা জাগ্রত ছিল, তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পরিচয় রেখেছেন। কী কবিতায়, কী গানে, তিনি তাঁর সময়ের প্রচলিত ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দিগন্ত উন্মোচন করেন ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি ভাবধারার প্রবর্তন করেন।

কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ছাড়াও বিভিন্ন অপ্রচলিত ও নিত্য নতুন ছন্দের অনায়াস ব্যবহারে তিনি সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। নজরুল তাঁর কবিতায় ও গানে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন।

তাঁর রচিত গান সম্পূর্ণ নতুন এবং বিচিত্র ধরনের। সংগ্রামী তার গানে উদ্বুদ্ধ হত, ভক্ত তাঁর গানের ভক্তিরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতো। সমাজের সকল স্তরে সব মানুষের দুঃখ সুখের সঙ্গী তাঁর গান। তিনি আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসেবেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ছায়াছবি ও নাটকের কাহিনিকার এবং সংগীত পরিচালকের ভূমিকাতেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য।

নজরুল ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এইচ এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানির গীতিকার ও প্রশিক্ষক (Trainer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানি ছাড়াও ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কলকাতা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'হারামণি' ও 'নবরাগমালিকা' শিরোনামে সংগীত বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন।

ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান, ওস্তাদ কাদের বখশ, ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ মস্তান গামা প্রমুখ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছ থেকে তিনি শাস্ত্রীয়সংগীতের তালিম গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল স্বয়ং বেশ কয়েকটি রাগের সৃষ্টি করেছেন যেমন: নির্ঝরিণী, সন্ধ্যামালতী, বেণুকা, শংকরী, বনকুন্তলা, যোগিনী, উদাসী ভৈরব, মীনাক্ষী, শিব-সরস্বতী, অরুণ-ভৈরব, রূপমঞ্জুরী, রুদ্র ভৈরব, অরুণ-রঞ্জনী, আশা-ভৈরবী, দেবযানী, শিবানী-ভৈরবী, দোলনচাঁপা ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি কয়েকটি নতুন তাল সৃষ্টি করেন। যেমন— প্রিয়া, নব-নন্দন, মণিমালা, মঞ্জুভাষিণী, মন্দাকিনী, স্বাগতা, মধুমতি, রুচিরা, দীপকমালা, ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত, মত্তময়ূর ইত্যাদি।

এছাড়া বাংলা গজলের প্রচলন তিনিই সার্থকভাবে করতে পেরেছিলেন। বাংলাসংগীতে মার্চ-সংগীত বা কুচকাওয়াজের গানের তিনিই প্রথম উপস্থাপক। প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ধরনের গানের স্রষ্টা কাজী নজরুল। যেমন— গণসংগীত, শ্রমিকের গান, কৃষকের গান, ধীবরের গান, ছাদ পেটার গান, লেটো গান, ছাত্রদলের গান, কুচকাওয়াজের গান, নদীর মাঝির গান ইত্যাদি। এসব ছাড়াও পল্লিসংগীত, বাংলা ভাষায় সাঁওতালিদের ঝুমুর গান, আরবি, ফারসি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ ও সুরের মিশ্রণে গজল গান, বিভিন্ন প্রচলিত অপ্রচলিত রাগাশ্রয়ী গান, নিজ সৃষ্ট অন্তত বিশটি রাগের উপর রচিত গান, প্রকৃতির গান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান, কীর্তন, শ্যামা সংগীত, ভজন, হামদ, নাত, মর্সিয়া ইত্যাদি ভক্তিমূলক গান, মুসলিম জাগরণী গান, বৃন্দ গান, বাউল গান, শিশুতোষ গান, হোরী, নারীদের ওপর রচিত গান, কাব্যসংগীত (আধুনিক), দেশাত্মবোধক গান, রাগ প্রধান, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করে তিনি বাংলার সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ও বাকশক্তি হারান। বাংলাদেশ সরকার অসুস্থ কবিকে ১৯৭২ সালে ভারত থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে, নাগরিকত্ব প্রদান করে এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করে। বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ্র ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলাগানের পঞ্চভাস্করদের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম) মধ্যে অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার যেমন বাংলা সাহিত্য-সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কলকাতায় উল্লেখযোগ্য নাম তেমনি কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে রায় পরিবার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকেই সাহিত্য সংগীত চর্চায় ব্রতী ছিল কৃষ্ণনগরের রায় পরিবার। শোনা যায় কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের সাহিত্য সভার সভাসদ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্বপুরুষ। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক। বড়ো ভাইদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ছিলেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক। রাজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। রাজেন্দ্রলাল রায় এবং জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মিলে নবপ্রভা নামের একটি পত্রিকা সম্পাদন করতেন।

ছেলেবেলায় পারিবারিক পরিবেশে সংগীতে প্রাথমিক শিক্ষা পান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৮০ সালে এফএ পাশ করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে হুগলী কলেজ থেকে বিএ এবং

১৮৮৪ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। একই বছর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত যান। বিলেতবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যসংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মুঙ্গেরে যোগদান করেন। প্রখ্যাত টপখেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন মুঙ্গেরে বাস করছেন। টপ্পা বিশেষ অলংকারধর্মী এক ধরনের সংগীত শৈলী। টপ্পার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলংকার সহযোগে গীত খেয়াল গানকে টপ-খেয়াল বলা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে টপখেয়ালের তালিম গ্রহণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ওজস্বী, ব্যঞ্জণাধর্মী সুর, টপ্পার অলংকার, জমজমা (পাশাপাশি দুটি স্বরের আন্দোলনধর্মী অলংকার) এবং পাশ্চাত্য সুরধর্মী চলন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই বাংলা গানে প্রথম শাস্ত্রীয়সংগীত এবং পাশ্চাত্য সংগীতের যথার্থ মেলবন্ধন (Fusion) ঘটিয়ে নতুন মাত্রা দান করেন। সেই সময় এই বিশেষ ধরনের সুরকে DL Roy এর সুর বলা হতো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশাত্ববোধক, প্রেমসংগীত, ভক্তিগীতি এবং নাট্যসংগীত ইত্যাদি বিচিত্র ধারার গান রচনা করেন। তাঁর সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হাসির গানের জন্য তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ইংরেজ শাসন, এবং ইংরেজ তোষামোদী বাঙালি সমাজ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ছিল এই গানের প্রধান বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালের ১৭ মে মৃত্যুবরণ করেন।

রজনীকান্ত সেন

বাংলাগানের ধারায় কান্তকবি বলে খ্যাত রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার সহজ সুমধুর লোকসুর ও রামপ্রসাদী সুর রজনীকান্তের গানের সুরবৈশিষ্ট্য আর বাণীর ভাবের ক্ষেত্রে তা প্রধানত ভঙ্গিবাদী। স্রষ্টার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সুমধুর ভক্তিগীতি রচয়িতা হিসেবে তিনি বাংলাসংগীতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সরকারি আইন কর্মকর্তা।

মুন্সেফ এবং সাব জজ হিসেবে তিনি ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, মেদিনীপুর, কাটোয়া বিভিন্ন জেলায় চাকরি করেছেন। রজনীকান্ত সেনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন জেলা শহরে।

রজনীকান্তের সংগীত সমগ্রকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভঙ্গিরসাত্বক, হাস্যরসাত্বক ও স্বদেশি সংগীত। আইন ব্যবসায়ী (উকিল) রজনীকান্ত সেন রাজশাহীতে থাকার সময় পরিচিতি হন সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাথে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে অনুপ্রাণিত হয়ে রজনীকান্ত বেশকিছু হাসির গান রচনা করেন। তবে উল্লেখ্য সদা বিনয়ী এবং আত্মসমর্পিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী রজনীকান্তের হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের মতো তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক নয় বরং হাস্য ও রম্য প্রধান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র বাংলার করে সাহিত্য, সংগীত-সাংস্কৃতিক অঙ্গন উত্তাল হয়ে ওঠে। রজনীকান্ত সেন রচনা করেন তাঁর কালজয়ী গান। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে-রে ভাই' এই গান তাঁকে রাতারাতি চূড়ান্ত খ্যাতি এনে দেয়। রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে গলায় কর্কট (ক্যান্সার) রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

অতুলপ্রসাদ সেন

আধুনিক বাংলাগানের সমৃদ্ধিতে যে ক'জন বাঙালি গীতিকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম অতুলপ্রসাদ সেন। বাংলাগানে তিনি যোগ করেন ঠুমরি এবং পারস্যের গজল অঙ্গের সুর। অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রামপ্রসাদ সেন পেশায় ডাক্তার হলেও তিনি সংগীতানুরাগী ছিলেন। ছেলেবেলায় পিতার মৃত্যু হলে অতুলপ্রসাদ সেন মাতামহ বাহাদুর কালী নারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে লালিত হন। মাতামহ কালী নারায়ণ গুপ্ত নিজে ছিলেন সংগীতানুরাগী সৌখিন গায়ক ও ভক্তিগীতি রচয়িতা। এমনি সংগীতময় পরিবেশে অতুলপ্রসাদ সেনের ছেলেবেলা কাটে। ১৮৯০ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে অতুলপ্রসাদ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত না করেই একই বছর অতুলপ্রসাদ সেন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি প্রথম কলকাতা এবং পরে লক্ষ্ণৌতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বন্ধুবৎসল অতুলপ্রসাদ সেন খুব অল্প দিনেই লক্ষ্ণৌতে লোকপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। লক্ষ্ণৌতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গলী ক্লাব, সম্পাদনা করেন 'উত্তরা' পত্রিকা।

অতুলপ্রসাদ বাংলাগানে আনেন লক্ষ্ণৌ এর ঠুমরি গানের চলন ও পারস্য গজলের ধরণ, মেলবন্ধন করেন শাস্ত্রীয়সংগীতের খেয়াল, ঠুমরি আর বাংলার লোকসংগীতের। বাণী ও কাব্যভাবের দিক থেকে তাঁর গানকে মানবপ্রেম, প্রকৃতি, ভক্তি, স্বদেশ এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রেমের গানে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে বিরহের দুঃখবোধ, না পাওয়ার বেদনা। প্রকৃতির গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি, নিসর্গের রূপবর্ণন। ভক্তিগীতিতে অতুলপ্রসাদ পিতা রামপ্রসাদ সেন ও মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের মতো সমর্পিত ঈশ্বর ভক্তির অনুগামী। অতুলপ্রসাদের স্বদেশি গান সমকালীন অন্যান্য কবিদের মতো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উৎসারিত। তবে এই গান কালের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামে। অতুলপ্রসাদ সেন ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

গান এবং নাচের জন্য ছন্দ, মাত্রা ও তাল প্রদর্শন করতে বাদ্যের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রকৃতির যে উপাদানগুলো বিশেষভাবে ধ্বনি ও সুর উৎপাদন করতে পারে তাকে বাদ্য বলে। সুর উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাদ্যকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তাহলো ততবাদ্য, আনদ্ধবাদ্য, শুষিরবাদ্য ও ঘনবাদ্য।

ততবাদ্য (Chordophones) তার জাতীয় বাদ্য । তার বা সুতা টান করে বেঁধে তাতে টোকা বা ঘষা অথবা আঘাত করে বাজানো হয়। একতারা, বেহালা, দোতারা, সারিন্দা, সেতার, গিটার এই শ্রেণির বাদ্য।

আনদ্ধ বা অবনদ্ধ বাদ্য (Membranophones) মূলত চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়! বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া কোনো গোলাকার কাঠ কিংবা ধাতব পাত্রে টানটান করে বেঁধে সেখানে লাঠি, হাত কিংবা আঙুলের টোকা বা আঘাত করে বাজানো হয়। ঢোল, তবলা, ডমরু, মৃদঙ্গ, মাদল, ডম্ফ, দামামা এই শ্রেণিভুক্ত।

শুষির বাদ্য (Aerophones) বলতে বাতাসবাহিত বাদ্য বোঝায়, যা মুখে ফুঁ দিয়ে বা বাতাসে চাপ সৃষ্টি করে শব্দ করা হয়। যেমন বাঁশি, হারমোনিয়াম, শঙ্খ, সানাই ইত্যাদি।

ঘনবাদ্য (Ediophones) বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যেমন লোহা, কাঁসা, কাঠ, পাথর, লাউয়ের খোল, বেল বা নারিকেলের মালা, বাঁশ, নল, পাতা, মাটি, পিতল ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়। মন্দিরা, জাইলোফোন, জুড়ি, খঞ্জনি এই গোত্রের।

যে সকল বাদ্য এককভাবে বাজানো যায়, তাঁকে স্বয়ংসিদ্ধ বাদ্য বলে, যেমন পিয়ানো, সেতার, সরোদ প্রভৃতি। আবার যে বাদ্য কেবল গান বা অন্য বাদ্যের সঙ্গে আনুগত্য রেখে সঙ্গত করা হয় তাকে অনুগতসিদ্ধ বাদ্য বলে, যেমন তানপুরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি; কণ্ঠসংগীতের সঙ্গেও এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন পূজা, বিবাহ, মুহররমের শোভাযাত্রা, লাঠিখেলা, কুস্তির আখড়ায় ঢোল ঢাক বাজানোর রীতি আছে। পাহাড়পুর-ময়নামতীর পোড়ামাটির চিত্রে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, মৃৎভান্ড প্রভৃতি বাদ্যের খোদাই করা নকশা দেখা যায়। কোনো জাতির জন্য তাদের নিজ বাদ্য পরিচয়ের গুরুত্ব অশেষ।

একতারা

একতারা তত গোত্রীয় লোকজ বাদ্যযন্ত্র। একতারা তৈরি করতে একটি লাউয়ের খোল, একটি বাঁশের দণ্ড, কাঠের বয়লা ও একটি তার প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্রটির নির্মাণ পদ্ধতি সহজ। গোলাকৃতির লাউয়ের খোলের উপরিভাগ বৃত্তাকারে কাটা হয়। একটি সরু তিন ফুট লম্বা বাঁশের দণ্ডের এক প্রান্তের গিটকে অটুট রেখে এবং বাঁশের মধ্যাংশ চিরে সেটিকে লম্বা চিমটা আকারে লাউয়ের খোলের উভয় দিকে তার বা সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। লাউয়ের খোলের তলা কেটে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয় এবং এই ছাউনির ভিতর দিয়ে লোহার তার ঢুকিয়ে তারের অন্য প্রান্ত বাঁশের মাথায় কানের সাথে যুক্ত করা হয়। ডান হাতের তর্জনী বা মধ্যমা আঙ্গুলে মিজরাব লাগিয়ে একতারা বাজাতে হয়। বাউল গানের সঙ্গে একতারা যন্ত্র বেশি ব্যবহৃত হয়।

১। লাউয়ের খোল
২। বাঁশের দণ্ড
৩। কাঠের বয়লা
৪। পিতল বা লোহার তার
৫। চামড়ার ছাউনি

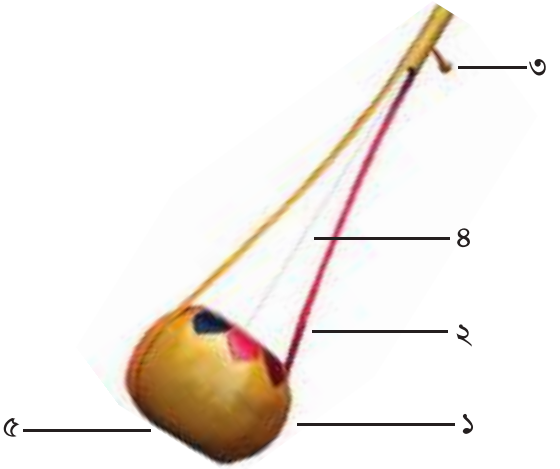

চিত্র: একতারা

দোতারা

দোতারা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দোতারা কাঠের তৈরি। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ও আধা ফুট চওড়া এক খণ্ড কাঠ খুদে দোতারা তৈরি করা হয়।

১। কান বা বয়লা
২। তারগহন
৩। তার
৪। চামড়ার ছাউনি
৫। খোল
৬। সোয়ারি বা ব্রিজ
৭। লেংগুট বা টেলপিস

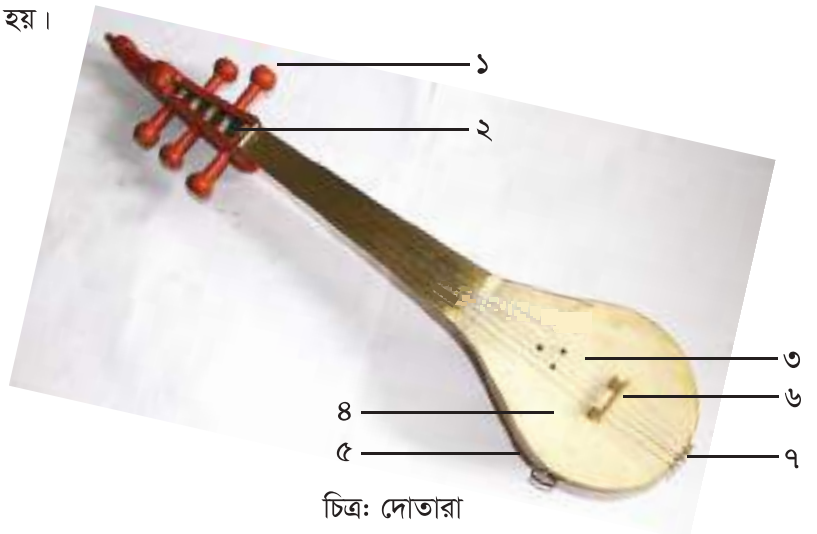

চিত্র: দোতারা

কাঠের খোদানো বুকে একটি ইস্পাতের পটরী আবদ্ধ থাকে। কাষ্ঠখণ্ডের বুকের নিচের গোলাকার অংশকে খোল বলে। খোলের ওপর একটি চামড়ার ছাউনি লাগানো হয়। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট আটকানো হয়। ছাউনির ওপর সোয়ারি থাকে। তারগহনের ওপরের দিকে চারটি কাঠের বয়লা লাগানো থাকে। এই চারটি বয়লা থেকে চারটি তার সোয়ারি হয়ে লেংগুটের সাথে আটকানো থাকে। বর্তমানে একটি পঞ্চম তারও দোতারায় ব্যবহৃত হয়। দোতারা জওয়া দিয়ে বাজানো হয়। বাঁ হাতে পটরির ওপর তার চেপে ডান হাতে জওয়া দিয়ে আঘাত করে দোতারা বাজানোর নিয়ম। ভাওয়াইয়া গানে দোতারা একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র। সেই কারণে ভাওয়াইয়া গানকে দোতারার গানও বলা হয়।

অনুশীলনী

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পারিবারিক পরিচয় দাও।
২। বাংলাদেশকে গানের দেশ বলা হয় কেন?
৩। লেখা ছাড়াও সমাজের উপকারের জন্য রবীন্দ্রনাথ কী কী করেছেন?
৪। রবীন্দ্রনাথ কত ধরনের সুর সৃষ্টি করেছেন?
৫। বাংলাগানের ইতিহাস সম্পর্কে লেখো।
৬। শান্তিনিকেতনে লেখাপড়ার পাশাপাশি আর কী কী চর্চা করবার ব্যবস্থা আছে?
৭। কাজী নজরুলের জীবনী সংক্ষেপে লেখো।
৮। কাজী নজরুল মোটামুটি কত ধরনের রাগ ও গানের স্রষ্টা তা উল্লেখ করো।
৯। সুর উৎপাদন ও প্রাকৃতিক উৎপাদানের বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করো।
১০। সংগীতগুণীদের জীবনী লেখ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। ছোটোদের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা চারটি বইয়ের নাম লেখো।
২। রবীন্দ্রসংগীতকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে? পর্যায়গুলোর নাম লেখো?
৩। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কীভাবে কেটেছিল?
৪। কাজী নজরুলের কোন কবিতা তাঁকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছিল ও কেন?
৫। কাজী নজরুল কোন ওস্তাদগণের নিকট হতে সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন?
৬। ভাওয়াইয়া কোন অঞ্চলের গান?
৭। ভাটিয়ালি গান সম্পর্কে সংক্ষেপে যা জান লেখো।
৮। মুর্শিদি গান কী?
৯। বাউল গান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
১০। মারফতি গানের মূল লক্ষ্য কী?

তৃতীয় অধ্যায়

শাস্ত্রীয়সংগীত

স্বরলিপি পদ্ধতি

ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি

১। শুদ্ধ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি

২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে—ড্যাশ বা আড়া চিহ্ন ব্যবহার হয় এবং তীব্র স্বর লেখার জন্য স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন—রে গ ধ নি এবং র্ম

৩। উদারা বা মন্ত্র সপ্তকের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন—ন়ি ধ় প় ম়

৪। তার সপ্তকের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন—সা রে গ ম

৫। স্বর দীর্ঘ হলে স্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন—সা - - রে গ প - - ম ।

৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবগ্রহ বা এস (ऽ) চিহ্ন বলে, যেমন—ধ ন ऽ। ধা ন্ ন । পূ ষ পে । ভ রা ऽ।

৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন—নি রে[গ] গ, গ[ম] প -[গ]রে গ - ।

৮। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্দ্র বসে যেমন— প গ সা ধ ।

৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—মা ধু রী। ক রে ছো। দাऽ ন, আ মা র

১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন—একমাত্রায় চার স্বর পধমপ = (প) সারেন়িসা (সা)

১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের স্থানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন—

গমক

সা সা ন়ি - ধ়

নি ऽ ত ऽ ऽ

খটকা

নি [রে]গ র্ম প

নি ত উ ঠ

১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়, যেমন—গমপ সা ধপ গমগ পমগরে সা-রেগ

১৩। অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—সা, ধ, গম,প

১৪। তালচিহ্ন স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহ্নসমূহ

সম এর গুণ চিহ্ন-	×
খালির শুন্য চিহ্ন-	০
খণ্ডের সংখ্যা-	২,৩,৪
খণ্ডের দাড়ি চিহ্ন	। ।

যেমন— সা - ধ প । ম গ ম রে ।
আ ১ মা রো জী ১ ব নে
× ০

১৫। তাললিপি—ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

মাত্রা সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
বোল বা ঠেকা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা
তাল চিহ্ন	×				২				০				৩				×

আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। স র গ ম প ধ ন– সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা—প্‌, ধ্‌, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ, যথা– র্স, র্র, র্গ।

২। কোমল র = ঋ, কোমল গ = জ্ঞ, কড়ি ম = হ্ম, কোমল ধ = দ এবং কোমল ন = ণ ।

৩। ঋ^১ = অতিকোমল ঋষভ। অতিকোমল ঋষভের স্থান স ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ^১ ,দ^১, ণ^১= যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। ঋ^২ = অণুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ^২, দ^২, ণ^২ = যথাক্রমে অনুকোমল গান্দার, ধৈবত ও নিষাদ।

৪। একমাত্রা = া, অর্ধমাত্রা = ঃ, সিকিমাত্রা = ◦, দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা– সরা। চারটি সিকিমাত্রা; যথা– সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা; যথা— সরঃ, একটি সিকিমাত্রা; যথা—স◦। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা; যথা–সঃগরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা— রাঃগঃ ।

৫। কোনো আসল স্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা– ^{ম}রা ^{গ}রা। আসল স্বরের পরে যদি কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা- রা^{স}।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি। সমে ও সম্‌ হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে I এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে। যথা– II II

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে (০) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে (র্১) তাহাতেই সম্‌ বুঝিতে হইবে।

৯। আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব-শেষে II II দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। আস্থায়ীর আরম্ভে, II এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু "" এরূপ উদ্ধৃতি— চিহ্নের মধ্যে পুন পুন লিখিত হইয়া থাকে।

১১। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা— সাঁ। হয় এইখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই গুম্ফবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্রবন্ধনী, যথা – { সা রা (গা মা) }। মা পা।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়, যথা—{সা রা [রা গা] }। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা— I [ ] I, II [ ] II, আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

১৪। কোনো একটি স্বর যখন অন্য একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ মীড়— চিহ্ন থাকে, যথা— গা -পা ।

১৫। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে শুন্য (০) দেওয়া হয়।

যথা— সা -া -া -া । অথবা— সা -রা -গা -মা। একই স্বর

মা ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন বসে; যথা—

যথা – সা -সা -রা -রা । অথবা- সা -সা -রা -রা ।
মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ন্ ।

১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে,

যথা— সা -রা -গা -মা । সা -া -া -া ।
গা ০ ০ ন্ গা ০ ০ ন্

উচ্চারণ । স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে । ে= এ এবং ে= অ্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া 'অবেলায়' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — অ বে লা য় । তেমনি 'মনে' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — ম নে।

ব্যাবহারিক

কণ্ঠসাধনা

কণ্ঠশিল্পীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। শিল্পীর কণ্ঠস্বর মধুর হলে তবেই তার পরিবেশিত গান শ্রোতার মনে আনন্দ দিতে পারে। পক্ষান্তরে কণ্ঠস্বর কর্কশ হলে তার পরিবেশনা কখনোই শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। অতএব কণ্ঠস্বর সুরেলা করার জন্য সাধনা ও শারীরিক যত্ন নেওয়া প্রতিটি শিল্পীর একান্ত কর্তব্য। কণ্ঠ সাধনার কিছু পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো:

১। একটি হারমোনিয়ামে **সা রে গ ম প ধ নি সাঁ** এই স্বরগুলো ধীরে-ধীরে আরোহণ এবং অবরোহণক্রমে কমপক্ষে দশ বার অনুশীলন করতে হবে। তারপর এই পাঠটি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে করার চেষ্টা করতে হবে।

২। গলাসাধার সময়ে মুখমণ্ডল যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩। সাধনার সময়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসতে হবে।

৪। সুস্পষ্ট ও খোলা আওয়াজে চর্চা করতে হবে।

৫। কর্কশ নাকি আওয়াজে গলাসাধা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৬। গলা অতিরিক্ত বেসুরো অথবা নিঃশ্বাস ছোটো হলে স্থির সুরে (Standing Note) এক নিঃশ্বাসে যথাসাধ্য অভ্যাস করতে হবে।

অলংকার

নির্দিষ্ট স্বরসঙ্গতিতে আরোহণ-অবরোহণ করা কে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কারের অপর নাম বর্ণ। বর্ণ চার প্রকার যেমন: আরোহী বর্ণ: সা রে গ ম

অবরোহী বর্ণ: ম গ রে সা

স্থায়ী বর্ণ: সা সা রে রে

সঞ্চারী বর্ণ: সা সা রে সা রে গ

বর্ণ বা অলঙ্কারসমূহকে তালে ছন্দে বিন্যাস করে পরিবেশন করাকে পাল্টা বলে। কণ্ঠ সাধনের নিমিত্তে নিম্নে কিছু পাল্টা দেওয়া হলো:

১। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।

২। সাসা রেরে গগ মম পপ ধধ নিনি সাঁসাঁ
সাঁসাঁ নিনি ধধ পপ মম গগ রেরে সাসা।।

৩। সাসাসা রেরেরে গগগ মমম পপপ ধধধ নিনিনি সাঁসাঁসাঁ
সাঁসাঁসাঁ নিনিনি ধধধ পপপ মমম গগগ রেরেরে সাসাসা।।

৪। সাসাসাসা রেরেরেরে গগগগ মমমম পপপপ ধধধধ নিনিনিনি সাঁসাঁসাঁসাঁ
সাঁসাঁসাঁসাঁ নিনিনিনি ধধধধ পপপপ মমমম গগগগ রেরেরেরে সাসাসাসা।।

	আরোহণ	অবরোহণ
৫।	১ সারে	১ সাঁনি
	২ রেগ	২ নিধ
	৩ গম	৩ ধপ
	৪ মপ	৪ পম
	৫ পধ	৫ মগ
	৬ ধনি	৬ গরে
	৭ নিসাঁ	৭ রেসা
	৮ সাঁরেঁ	৮ সানি়।।
৬।	১ সারেগ	১ সাঁনিধ
	২ রেগম	২ নিধপ
	৩ গমপ	৩ ধপম
	৪ মপধ	৪ পমগ
	৫ পধনি	৫ মগরে
	৬ ধনিসাঁ	৬ গরেসা
	৭ নিসাঁরেঁ	৭ রেসানি়
	৮ সারেঁগঁ	৮ সানি়ধ়।।
৭।	১ সারেগম	১ সাঁনিধপ
	২ রেগমপ	২ নিধপম
	৩ গমপধ	৩ ধপমগ
	৪ মপধনি	৪ পমগরে
	৫ পধনিসাঁ	৫ মগরেসা
	৬ ধনিসাঁরেঁ	৬ গরেসানি়
	৭ নিসাঁরেঁগঁ	৭ রেসানি়ধ়
	৮ সাঁরেঁগঁমঁ	৮ সানি়ধ়প়।।

	আরোহণ	অবরোহণ
৮।	১ সারেগমপ	১ সাঁনিধপম
	২ রেগমপধ	২ নিধপমগ
	৩ গমপধনি	৩ ধপমগরে
	৪ মপধনিসাঁ	৪ পমগরেসা
	৫ পধনিসাঁরেঁ	৫ মগরেসানি়
	৬ ধনিসাঁরেঁগঁ	৬ গরেসানি়ধ়
	৭ নিসাঁরেঁগঁমঁ	৭ রেসানি়ধ়প়
	৮ সাঁরেঁগঁমঁপঁ	৮ সানি়ধ়প়ম়।।
৯।	১ রেসা	১ নিসাঁ
	২ গরে	২ ধনি
	৩ মগ	৩ পধ
	৪ পম	৪ মপ
	৫ ধপ	৫ গম
	৬ নিধ	৬ রেগ
	৭ সাঁনি	৭ সারে
	৮ রেঁসাঁ	৮ নি়সা।।
১০।	১ গরেসা	১ ধনিসাঁ
	২ মগরে	২ পধনি
	৩ পমগ	৩ মপধ
	৪ ধপম	৪ গমপ
	৫ নিধপ	৫ রেগম
	৬ সাঁনিধ	৬ সারেগ
	৭ রেঁসাঁনি	৭ নি়সারে
	৮ গঁরেঁসাঁ	৮ ধনি়সা।।

১১।	১ মগরেসা	১ পধনিসাঁ
	২ পমগরে	২ মপধনি
	৩ ধপমগ	৩ গমপধ
	৪ নিধপম	৪ রেগমপ
	৫ সাঁনিধপ	৫ সারেগম
	৬ রেঁসাঁনিধ	৬ নি়সারেগ
	৭ গঁরেঁসাঁনি	৭ ধনি়সারে
	৮ মঁগঁরেঁসাঁ	৮ পধনি়সা।।
১২।	১ সাগ	১ সাঁধ
	২ রেম	২ নিপ
	৩ গপ	৩ ধম
	৪ মধ	৪ পগ
	৫ পনি	৫ মরে
	৬ ধসাঁ	৬ গসা
	৭ নিরেঁ	৭ রেনি়
	৮ সাঁগঁ	৮ সাধ়।।
১৩।	১ সাম	১ সাঁপ
	২ রেপ	২ নিম
	৩ গধ	৩ ধগ
	৪ মনি	৪ পরে
	৫ পসাঁ	৫ মসা
	৬ ধরেঁ	৬ গনি়
	৭ নিগঁ	৭ রেধ়
	৮ সাঁমঁ	৮ সাপ়।।

১৪।	১ সাপ	১ সাঁম
	২ রেধ	২ নিগ
	৩ গনি	৩ ধরে
	৪ মসাঁ	৪ পসা
	৫ পরেঁ	৫ মনি়
	৬ ধগঁ	৬ গধ়
	৭ নিমঁ	৭ রেপ়
	৮ সাপঁ	৮ সাম়।।

বি: দ্র: প্রতিটি পাল্টা স্বর উচ্চারণে ও আ-কারে মধ্যলয়ে ও দ্বিগুণলয়ে চর্চা করতে হবে।

রাগঃ বিলাবল
শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	বিলাবল
ঠাট	বিলাবল
ব্যবহৃত স্বর	সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	ধ (ধৈবত)
সম্বাদী	গ (গান্ধার)
পরিবেশনের সময়	দিবা প্রথম প্রহর
অঙ্গ	উত্তরাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	ঈষৎ চঞ্চল
আরোহণ	সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।
পকড়	গ ম রে, গ প, ধ নি সাঁ।

রাগঃ বিলাবল

স্বরমালিকা **ত্রিতাল ১৬ মাত্রা**

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
×				২				০				৩			
								গ	রে	গ	প	-	নি	ধ	নি
সাঁ	-	ধ	প	ম	গ	ম	রে	গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-
গ	ম	প	ধ	গ	ম	গ	-								

অন্তরা

								প	প	ধ	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	-
ধ	নি	সাঁ	রেঁ	গঁ	মঁ	রেঁ	সাঁ	ধ	নি	সাঁ	-	ধ	প	ম	গ
গ	ম	প	ম	গ	রে	সা	-	সা	গ	রে	গ	প	নি	ধ	সাঁ
সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে								

রাগঃ বিলাবল

স্বরমালিকা

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
×				২				০				৩			
								সাঁ	-	ধ	প	ম	গ	ম	রে
গ	-	প	ধ	গ	ম	গ	-	প	প	ধ	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	-
ধ	নি	ধ	প	গ	ম	রে	সা								

অন্তরা

								প	প	ধ	নি	নি	ধ	সাঁ	-
সাঁ	-	গঁ	রেঁ	গঁ	মঁ	রেঁ	সাঁ	ধ	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	প
ধ	নি	ধ	প	গ	ম	রে	সা								
×				২				০				৩			

রাগঃ বিলাবল

লক্ষণগীত

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

কহত বিলাবল ভেদ আলহাইয়া
প্রাত সময় গুণি গাবত জেহিকো
ধ গ সম্বাদ করইয়া ॥

অন্তরা

সম্পূরণ শুধ্ সুর লেবইয়া
আরোহণ মধ্যম ত্যেজ দইয়া
সঙ্গ ধৈবত মৃদু নি বিচরইয়া
গপ ধনি সাঁনি ধপ ধনি ধপ
মগমরে সুর লেবইয়া ॥

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
×				২				০				৩			
								সাঁ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে
								ক	হ	ত	বি	লা	s	ব	ল
গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-	গ	-	গ	রে	গ	প	প	ধ
ভে	s	দ	অ	ল্	হৈ	য়া	s	প্রা	s	ত	স	ম	য়	গু	ণি
পধ	নি	ধ	প	ধ	প	মগ	মরে	গ	গ	গ	রে	গ	প	ধ	নি
গাs	s	ব	ত	জে	হি	কোs	ss	ধ	গ	স	ম্	বা	s	দ	ক
ধ	নি	রেঁ	সাঁ	সাঁনি	ধপ	মগ	মরে								
রে	s	ই	s	য়াs	ss	ss	ss								

অন্তরা

গ	-	গ	রে	গ	প	ধ	নি	সাঁ	সাঁ	সাঁ	-	সাঁ	রেঁ	সাঁ	-
স	ম্	পু	s	র	ণ	শু	ধ্	সু	র	লে	s	ব	ই	য়া	s
×				২				০				৩			

ধ	-	ধ	-	নি	সাঁ	সাঁ	-	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	নি	ধ	প
আ	s	রো	s	হ	ণ	ম	s	ধ্য	ম	তে	জ	দ	ই	য়া	s

প	প	পধ	নি	ধ	প	ম	গ	গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-
সং	গ	ধৈs	s	ব	ত	মৃ	দূ	নি	s	বি	চ	রৈ	s	য়া	s

গ	প	ধ	নি	সাঁ	নি	ধ	প	ধ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে
গ	প	ধ	নি	সাঁ	নি	ধ	প	ধ	নি	ধ	প	ম	গ	ম	রে

গ	প	ম	গ	ম	রে	সা	-
সু	র	লে	s	ব	ই	য়া	s

রাগঃ বিলাবল

লক্ষণগীত

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা
(সমপদী)

স্থায়ী

সম্পূর্ণ স্বর শুদ্ধ বিলাবল আশ্রয় রাগ
বাদী সমবাদী ধগ অঙ্গ উত্তর ভাগ ॥

অন্তরা

সরল বক্রগতি সময় প্রথম দিবা
বিলাবল ঠাটে হয় ভক্তিরসে সাধিবা ॥

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
×				২				০				৩			
								গ	ম	প	প	ম	গ	ম	রে
								স	ম্	পূ	র্ণ	স্ব	র	শু	দ্ধ
গ	ম	প	গ	মম	রে	সা	সা	ম	গ	ম	রে	গ	প	ধ	নি
বি	লা	ব	ল	আশ্র	য়	রা	গ	বা	দী	স	ম	বা	দী	ধ	গ
সাঁ	সাঁ	ধ	প	গ	ম	রে	সা								
অ	ঙ্	গ	উ	ত্ত	র	ভা	গ								

অন্তরা

								প	প	নিধ	নি	সাঁ	-	নি	সাঁ
								স	র	লs	ব	ক্র	s	গ	তি
সাঁ	গঁ	মঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ	ধ	ধ	সাঁ	সাঁ	ধ	প	ম	গ	ম	ম
স	ম	য়	প্র	থ	ম	দি	বা	বি	লা	ব	ল	ঠা	টে	হ	য়
প	প	ম	গ	গ	ম	রে	সা								
ভ	ক্তি	র	সে	সা	s	ধি	বা								

রাগঃ ইমন

শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	ইমন
ঠাট	কল্যাণ
ব্যবহৃত স্বর	তীব্র মধ্যম ও বাকী সব স্বর শুদ্ধ।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ (কোনো কোনো সংগীতগুণি আরোহে পঞ্চম দুর্বল মনে করেন)
বাদী	গ (গান্ধার)
সমবাদী	নি (নিষাদ)
পরিবেশনের সময়	রাত্রি প্রথম প্রহর
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	শান্ত ও করুণ
আরোহণ	ন়ি রে গ ম॑ ধ নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ প ম॑ গ রে সা
পকড়	প রে গ রে, ন়ি রে সা

রাগঃ ইমন

স্বরমালিকা

ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

স্থায়ী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা
×				২				০				৩			
								নি	ধ	-	প	ম॑	প	গ	ম॑
প	-	-	-	প	ম॑	গ	রে	ন়ি	রে	গ	রে	গ	ম॑	প	ধ
প	ম॑	গ	রে	গ	রে	সা	-	ন়ি	রে	গ	ম॑	ধ	নি	রেঁ	সাঁ
রেঁ	সাঁ	নি	ধ	প	ম॑	গ	ম॑								

অন্তরা

								গ	গ	র্ম	ধ	র্ম	র্সা	-	র্সা
নি	রেঁ	গঁ	রেঁ	র্সা	নি	ধ	প	গঁ	রেঁ	র্সা	নি	ধ	প	নি	ধ
প	র্ম	গ	রে	গ	রে	সা	-	নি়	রে	গ	র্ম	ধ	নি	রেঁ	র্সা
রেঁ	র্সা	নি	ধ	প	র্ম	গ	র্ম								

রাগ: ইমন

স্বরমালিকা

ঝাঁপতাল ১০ মাত্রা
(বিসমপদী)

স্থায়ী

১	২	।	৩	৪	৫	।	৬	৭	।	৮	৯	১০
ধি	না	।	ধি	ধি	না	।	তি	না	।	ধি	ধি	না
গ	রে		গ	প	-		র্ম	গ		রে	নি়	রে
সা	-		নি়	ধ়	নি়		রে	গ		র্ম	ধ	নি
নি	ধ		প	র্ম	গ		রে	র্ম		গ	রে	সা
×			২				০			৩		

অন্তরা

র্ম	ধ		র্ম	ধ	নি		র্সা	-		নি	রেঁ	রেঁ
নি	রেঁ		গঁ	রেঁ	র্সা		ধ	নি		র্ম	ধ	প
রে	গ		র্ম	ধ	ধ		প	র্ম		ধ	নি	রেঁ
রেঁ	র্সা		নি	ধ	প		র্ম	গ		রে	-	সা
×			২				০			৩		

রাগঃ ইমন

লক্ষণগীত

একতাল - মধ্যলয়

স্থায়ী

সব গুণিজন ইমন গাবত
তীবর সুর করত সাধ ॥

অন্তরা

সুর বাদী গান্ধার সাধ
সমবাদী কর নিষাদ
রাত সময় প্রথম প্রহর
চতুর সুজন মন রিঝত ॥

স্থায়ী

ধিন	ধিন	ধাগে	তেটে	থুন্	না	কৎ	তা	ধাগে	তেটে	ধিন	ধাধা
×		০		২		০		৩		৪	
পসাঁ	সাঁ	নি	ধনি	ধর্ম	প	পর্ম	প	র্ম	গ	-	গ
স	ব	গু	ণী	জ	ন	ই	ম	ন	গা	ব	ত
মগ	-	গ	রে	গ	প	গরে	গ	রে	নি	রে	সা
তী	ऽ	ব	র	সু	র	ক	র	ত	সা	ऽ	ধ
সা	সা	রে	রে	গ	গ	র্ম	র্ম	প	প	ধ	ধ
নি	নি	রেঁ	রেঁ	গঁ	রেঁ	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	ধ	প ‖

অন্তরা

×		০		২		০		৩		৪	
র্মপ	গ	প	-	ধ	পপ	সাঁ	-	সাঁ	সাঁ	-	সাঁ
সু	র	বা	ऽ	দী	গান্	ধা	ऽ	র	সা	ऽ	ধ
নসাঁ	সাঁ	রেঁ	-	গঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ	নিধ	নি	ধ	প
স	ম	বা	ऽ	দী	ऽ	ক	র	নিऽ	ষা	ऽ	দ

প	গ	গ	প	প	প	নি	নি	ধ	প(র্ম)	ধ	প
রা	ঽ	ত	স	ম	য়	প্র	থ	ম	প্রঽ	হ	র
র্সা	র্সা	নি	ধনি	র্ম	প	প	গ	প	গরে	-	সা
চ	তু	র	সু	জ	ন	ম	ন	রি	ঝা	ঽ	ত

রাগঃ ইমন

লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

সম্বাদ সুর রাগ রাজ
তীবর সুর করত সাধ ॥

অন্তরা

গান্ধার নিষাদ সম্বাদতে
সপ্তনাদ কল্যাণ করত
পঞ্চভূত গুণিজন মান সাম সাধ ॥

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা
০				৩				×				২			
নি	ধ	প	র্ম	গ	রে	সানি়	রে	সা	-	নি়	ধ়	নি়	গরে	গ	-
স	ম্	বা	ঽ	দ	ঽ	সুঽ	র	রা	ঽ	গা	ঽ	রা	ঽ	জ	ঽ
০				৩				×				২			
র্ম	গ	র্ম	ধ	নি	রেঁ	সাঁ	-	নি	ধ	র্মধ	নিসাঁ	নিধ	পর্ম	গরে	সাসা
তী	ঽ	ব	র	সু	র	ক	ঽ	র	ত	সাঽ	ঽঽ	ঽঽ	ধঽ	ঽঽ	ঽঽ
০				২				×				২			

অন্তরা

ম´	গ	ম´	- |	ধ	নি	-	র্সা |
গা	ন্	ধা	ঽ	র	নি	ঽ	ষা

-	র্সা	নি	ধ |	নি	র্রে	র্সা	- |	নি	ᵍর্রে	র্গ	র্গ |	র্রে	র্সা	নি	ধ |
ঽ	দ	স	ম্	বা	দ	তে	ঽ	স	প্	ত	না	ঽ	দ	ক	ল্
০				৩				×				২			
র্সা	নি	ধ	প |	-	ম´	গ	- |	প	গ	ম´	গ |	রে	সা	ন়ি	রে |
ল্যা	ঽ	ণ	ক	ঽ	র	ত	ঽ	প	ন্	চ	ঽ	ভূ	ঽ	ত	ঽ
০				৩				×				২			
ধ়	ন়ি	রে	গ |	ম´	ধ	নি	র্রে |	র্গর্রে	র্সানি	ধনি	ধপা |	গম´	পম´	গরে	সাসা |
গু	ণি	জ	ন	মা	ঽ	ন	ঽ	সাঽ	ঽঽ	মঽ	ঽঽ	সাঽ	ঽঽ	ধঽ	ঽঽ
০				৩				×				২			

অনুশীলনী

১। পাল্টাগুলো থেকে যেকোনো চারটি শুদ্ধ স্বরে প্রথম ধীর গতিতে এবং পরবর্তীতে দুগুণি লয়ে পরিবেশন কর।
২। বিলাবল রাগের পরিচয় দাও। এই রাগে আরোহণ, অবরোহণ ও পকড় গেয়ে শোনাও।
৩। বিলাবল রাগের স্বরমালিকা পরিবেশন কর।
৪। বিলাবল রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।
৫। বিলাবল রাগের লক্ষণগীতের সঙ্গে যেকোনো দুটি মাত্রার তান যুক্ত করে গেয়ে শোনাও।
৬। ইমন রাগের পরিচয় দাও। এই রাগে আরোহণ, অবরোহণ ও পকড় শোনাও।
৭। ইমন রাগের স্বরমালিকা পরিবেশন কর।
৮। ইমন রাগের লক্ষণগীত গেয়ে শোনাও।
৯। ইমন রাগের লক্ষণগীতের সঙ্গে যেকোনো দুইটি আট মাত্রার তান যুক্ত করে গেয়ে শোনাও।
১০। অলংকার কাকে বলে?
১১। অলংকার বা বর্ণ কত প্রকার ও কী কী লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাগান
ব্যাবহারিক

রবীন্দ্রসংগীত

তাল: দাদরা
পর্যায়: বিচিত্র

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী ॥
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা ॥

II	সা	সা	-া	।	সন্‌া	সা	-া	I	রা	রা	-া	।	সা	রা	-া	I
	আ	লো	০		আ০	মা	র্		আ	লো	০		ও	গো	০	
I	গা	গা	-া	।	মা	পা	-া	I	ধা	না	-া	।	-া	-া	-া	I
	আ	লো	০		ভু	ব	ন্		ভ	রা	০		০	০	০	
I	ন্ধা	না	-া	।	ন্র্সা	র্সনা	-া	I	ন্ধা	পা	-ধপা	।	পমা	গা	মা	I
	আ	লো	০		ন	য়	ন্		ধোও	য়া	০০		আ	মা	র্ ।।	
I	রগা	রা	-া	।	গা	গা	-পা	I	পমা	গা	-া	।	-া	-া	-া	II
	আ	লো	০		হৃ	দ	য়		হ	রা	০		০	০	০	
II	পা	পা	-া	।	ধা	ধা	-া	I	না	না	-া	।	না	না	-া	I
	না	চে	০		আ	লো	০		না	চে	০		ও	ভা	ই	
I	পা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I	না	র্সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	আ	মা	র্		প্রা	ণে	র্		কা	ছে ০			০	০	০	
I	র্সর্গা	র্গা	-া	।	র্গা	র্গা	-া	I	র্গর্মা	র্মর্গা	-া	।	র্রা	র্রা	-া	I
	বা	জে	০		আ	লো	০		বা	জে	০		ও	ভা	ই	
I	র্সা	না	-া	।	পা	ধা	-া	I	ধর্রা	র্রর্সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	হৃ	দ	য়		বী	ণা	র্		মা	ঝে	০		০	০	০	
I	র্সর্গা	র্গা	-া	।	র্গর্রা	র্রা	-া	I	র্সা	র্সা	-া	।	না	না	-া	I
	জা	গে	০		আ	কা	শ্		ছো	টে	০		বা	তা	স্	

I ধা ধা -া । ধপা পা -া I মা গা -া । -া -া -া II
হা সে ০ স ক ল্ ধ রা ০ ০ ০ ০

II {গপা পা -া । পক্ষা পা -ক্ষা I পা -না না । নধা ধা -া I
আ লো র্ স্রো তে ০ পা ল্ তু লে ছে ০

I পা মা -া । গা গরা -গমা I মা গা -া । -া -া -া I
হা জা র্ প্র জা ০০ প তি ০ ০ ০ ০

I সগা গা -া । গা গা -রা I রা -পা পা । পমা মা -া I
আ লো র্ ঢেউ য়ে ০ উ ঠ্ ল নে চে ০

I মগা -া গা । গরা রা -মা I মা গা -া । -া -া -া} I
ম ল্ লি কা মা ০ ল তি ০ ০ ০ ০

I পা পা -া । ধা ধা -া I ধনা না -া । না না -পা I
মে ঘে ০ মে ঘে ০ সো না ০ ও ভা ই

I পা -া পা । ধা না -া I না র্সা -া । -া -া -া I
যা য়্ না মা নি ক্ গো না ০ ০ ০ ০

I র্সর্গা র্গা -া । র্গা র্গা -া I র্গর্মা র্মর্গা -া । র্রা র্রা -া I
পা০ তা য়্ পা তা য়্ হা সি ০ ও ভা ই

I র্সা না -া । পা ধা -া I র্ধর্রা র্রর্সা -া । -া -া -া I
পু ল ক্ রা শি ০ রা০ শি ০ ০ ০ ০

I র্সর্গা র্গা -া । র্গরা র্রা -া I র্রর্সা -া র্সা । না না -া I
সু০ র ০ ন দী র্ কূ ল ডু বে ছে ০

I নধা ধা -া । পা পমা -পা I পমা গা -া । -া -া -া IIII
সু ধা ০ নি ঝ০ র্ ঝ রা ০ ০ ০ ০

● বিচিত্র পর্যায়ের, 'অচলায়তন' নাটকের গান। ইমন রাগে, দাদরা তালে নিবদ্ধ এই গানটি কবি ৫০ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গে শিলাইদহে রচনা করেন।

রবীন্দ্রসংগীত
তালঃ দাদরা
পর্যায়ঃ স্বদেশ

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে-
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে-
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের 'পরে পড়ব না ॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥

গা । ধা পা -া II [গ]মা -া গা । রা সা -া I সা -া রা । সরা -গা -া II
আ মি ভ য়্ ক র্ ব না ভ য়্ ক র্ ব না০ ০ ০

I -া -া গা । ধা পা -া I [গ]মা -া গা । রা সা -া I
০ ০ আ মি ভ য়্ ক র্ ব না ভ য়্

I সা -া রা । সরা -গা -া I -া -া গা । পা পা -া I
ক র্ ব না০ ০ ০ ০ ০ দু বে লা ০

I পা পা -া । পা পা -া I ক্ষা -া পা । ধা পা -া I
ম রা র্ আ গে ০ ম র্ ব না ভা ই

I ক্ষা -া পা । ক্ষপা -ধা -া I -া -া পা । পা গা -া II
ম র ব না০ ০ ০ ০ ০ "আ মি ভ য়্"

II {গা গা -া । পা পা -ধা I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা I
ত রী ০ খা না ০ বা ই তে গে লে ০

I র্সা র্সর্রা -র্গা । র্গা র্রা -া I র্সা না -া । ধা পা -া} I
মা ঝে০ ০ মা ঝে ০ তু ফা ন্ মে লে ০

I র্গা -া র্গা । র্রা র্রা -া I র্সা না -া । ধা পা -া I
তা ই ব লে হা ল্ ছে ড়ে ০ দি য়ে ০

I সা -া রা । গা -া -া I গা -া ধা । ধা পা -া I
ধ র্ ব না ০ ০ কা ন্ না কা টি ০

I স -া রা । সরা -গা -া I -া -া গা । পা পা -া I
ধ র্ ব না ০ ০ ০ ০ দু বে লা ০

২০২৬

I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II
	ম	র	ব		না০	০	০		০	০	"আ		মি	ভ	য়্"	
II	{গা	-া	গা	।	পা	পা	-ধা	I	র্সা	-া	র্সা	।	র্সা	র্সা	-র্রা	I
	শ	ক্	ত		যা	তা	ই		সা	ধ	তে		হ	বে	০	
I	র্সা	র্সর্রা	-র্গা	।	র্গা	র্রা	-া	I	র্সা	-না	না	।	ধা	পা	-া}	I
	মা	থা০	০		তু	লে	০		র	ই	ব		ভ	বে	০	
I	র্গা	র্গা	-া	।	র্রা	র্রা	-া	I	র্সা	-না	না	।	ধা	পা	-া	I
	স	হ	জ্		প	থে	০		চ	ল্	ব		ভে	বে	০	
I	সা	-া	রা	।	গা	-া	-া	I	গা	গা	-ধা	।	ধা	পা	-া	I
	প	ড়ু	ব		না	০	০		পাঁ	কে	র		প	রে	০	
I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I
	প	ড়ু	ব		না	০	০		০	০	দু		বে	লা	০	
I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II
	ম	র	ব		না০	০	০		০	০	"আ		মি	ভ	য়্"	
II	{গা	-া	গা	।	পা	পা	-ধা	I	র্সা	র্সা	-া	।	র্সা	র্সা	-র্রা	I
	ধ	র্	ম		আ	মা	র্		মা	থা	য়্		রে	খে	০	
I	র্সা	র্সর্রা	র্গা	।	র্গা	র্রা	-া		র্সা	-না	না	।	ধা	পা	-া}	I
	চ	০ল্	ব		সি	ধে	০		রা	স্	তা		দে	খে	০	
I	র্গা	র্গা	-া	।	র্রা	র্রা	-া	I	র্সা	না	-া	।	ধা	পা	-া	I
	বি	প	দ্		য	দি	০		এ	সে	০		প	ড়ে	০	
I	সা	-া	রা	।	গা	-া	-া	I	গা	গা	ধা	।	ধা	পা	-া	I
	স	র্	ব		না	০	০		ঘ	রে	র্		কো	নে	০	
I	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	I	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	I
	স	র্	ব		না০	০	০		০	০	দু		বে	লা	০	
I	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	I	ক্ষা	-া	পা	।	ধা	পা	-া	I
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্	ব		না	ভা	ই	
I	ক্ষা	-া	পা	।	ক্ষপা	-ধা	-া	I	-া	-া	পা	।	পা	গা	-া	II II
	ম	র	ব		না০	০	০		০	০	"আ		মি	ভ	য়্"	

● স্বদেশ পর্যায়ের বাউলসুরে রচিত এই গানটি ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ।

২০২১

রবীন্দ্রসংগীত

তাল: দাদরা

রাগ: বেহাগ-খাম্বাজ

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে ॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে ॥

II	র্গা	র্গা	-া	।	^{গ}র্রা	র্সা	-া	I	$^{র্স}$না	-া	র্সা	।	র্সর্রা	$^{র্র}$র্সা	-া	I
	শী	তে	র্		হাও	য়া	র্		লা	গ্	ল		না০	চ	ন্	
I	পা	-া	ক্ষা	।	ক্ষধা	^{ধ}পা	-া	I	পা	-া	মা	।	গা	^{গ}রা	-া	I
	লা	গ্	ল		না০	চ	ন্		আ	ম্	ল		কির্	এ	ই ॥	
I	গা	গা	-মা	।	মা	পা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
	ডা	লে	০		ডা	লে	০		০	০	০		০	০	০	
I	ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I	নর্সা	-া	র্রা	।	র্রা	র্গা	-া	I
	পা	তা	০		গু	লি	০		শি০	র্	শি		রি	য়ে	০	
I	সর্গা	-া	র্গা	।	র্গা	র্গা	-া	I	^{গ}র্রা	র্রা	র্রা	।	$^{র্র}$র্সা	র্সা	-া	I
	শি০	র্	শি		রি	য়ে	০		ঝ	রি	য়ে		দি	ল	০	
I	$^{র্স}$না	না	-া	।	ধা	পা	-া	II								
	তা	লে	০		তা	লে	০									
II	{ক্ষা	ক্ষা	পা	।	ধা	না	-া	I	র্সা	র্রা	-া	।	র্রা	র্গা	-া	I
	উ	ড়ি	য়ে		দে	বা	র্		মা	ত্	ন্		এ	সে	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	র্গর্পা	র্পা	-া	।	$^{র্প}$র্মা	র্গা	-া	I
	০	০	০		০	০	০		কা০	ঙা	ল্		তা	রে	০	
I	^{গ}র্রা	-া	র্মা	।	$^{র্ম}$র্গা	র্রর্সা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া}	I
	ক	র্	ল		শে	ষে	০		০	০	০		০	০	০	

I	পা	পা	-া	।	ঁক্ষা	পা	-া	I	ক্ষা	পা	-া	।	পধা	ধপা	-া	I
	ত	খ	ন্		তা	হা	র্		ফ	লে	র্		বা০	হা	র্	
I	ঁক্ষা	-া	পা	।	ধা	না	-র্সা	I	র্সা	-র্গা	র্গা	।	ঁর্রা	র্সা	-া	I
	র	ই	ল		না	আ	র্		অ	ন্	ত		রা	লে	০	
I	{ পা	-া	পা	।	ঁক্ষা	পা	-া	I	পধা	ধপা	-া	।	মা	গা	-মা	I
	শূ	ন্	ন		ক	রে	০		ভ০	রে	০		দেও	য়া	০	
I	রা	গা	-া	।	মা	পা	-া	I	রা	গা	-া	।	মা	গা	-া	I
	যা	হা	র্		খে	লা	০		তা	রি	০		লা	গি	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-র্সা	I	নর্সা	-া	না	।	ধা	পা	-া	I
	০	০	০		০	০	০		র০	ই	নু		ব	সে	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	পধা	ধপা	-া	।	মা	গা	-মা	I
	০	০	০		০	০	০		স০	ক	ল্		বে	লা	০	
I	রা	গা	-া	।	মা	পা	-া}	I	{ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-া	I
	তা	রি	০		লা	গি	০		শী	তে	র্		প	র	শ্	
I	র্সা	র্রা	-া	।	র্রা	র্গা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
	থে	কে	০		থে	কে	০		০	০	০		০	০	০	
I	র্গা	-র্পা	র্পা	।	ঁর্মা	র্গা	-া	I	র্রা	র্রা	-র্মা	।	ঁর্গা	র্রর্সা	-া	I
	যা	য়্	বু		ঝি	ও	ই		ডে	কে	০		ডে	কে	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-া}	I	পা	-া	পা	।	ঁক্ষা	পা	-া	I
	০	০	০		০	০	০		স	ব্	খোও		য়া	বা	র্	
I	ঁক্ষা	পা	-া	।	পধা	ধপা	-া	I	ক্ষা	পা	-া	।	ধা	না	-র্সা	I
	স	ম	য়্		আ০	মা	র্		হ	বে	০		ক	খ	ন্	
I	র্সা	-র্গা	র্গা	।	ঁর্রা	র্সা	-া	II	II							
	কো	ন্	স		কা	লে	০									

● প্রকৃতি পর্যায়ের শীত উপ-পর্যায়ের এই গানটি বেহাগ-খাম্বাজ রাগে দাদরা তালে রচিত। কবির ৬০ বছর বয়সে রচিত এ গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে স্বরবিতান ১৫তম খণ্ডে।

রবীন্দ্রসংগীত

তাল: কাহারবা
রাগ: বেহাগ
পর্যায়: পূজা

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ॥
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তি ধারায় বেদন গেল ধুয়ে- আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥
মন মিলে যায় আজ এই নীরব রাতে তারায়-ভরা ওই গগনের সাথে।
অমনি করে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়,
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়, গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে ॥

II গা -া গা মা । পা -া না -া I ণধা -না র্সা র্সনা । ধপা -া -ধা -ণা I
আ ০ কা শ জু ০ ড়ে ০ শু ০ নি ০ নু০ ০ ০ ০ ॥

I ধপা -ধা ধপা -মা । গা -া -া -া I মগা -পা পমা -গা । রসা -া -া -া I
ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০

I সপা -া মা -া । গা -রা সা -না I -সা -রা -গা -মা । -পা -া -া -া I
তো০ ০ মা ০ রি ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্

I পগা -মা মা -পা । পা -ধা ধপা -মা I পা -ধা ধনা -া । -া -া -া -া I
স০ ০ ক ল্ তা ০ রা র্ মা ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০

I ধপা -ধা ধপা -মা । গা -া -া -া I মগা -পা পমা -গা । রসা -া -া -া II
ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০

II {পা -া পা -া । পনা -া না -া I নর্সা -া র্সা -া । র্সা -া -া -না I
সে ০ না ম্ খা০ ০ নি ০ নে০ ০ মে ০ এ ০ ০ ০

I র্রর্সা -া -া -া । -া -া -া -পা I পা -ধা না -া । -া -া -া -া I
ল০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভুঁ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I নপা -ধা না -া । -া -া নর্সা র্সনা I নধা -না নপা -া । ধপা -ধা ধপা -ধপা I
ক ০ খ ০ ০ ন্ আ০ মার্ ল০ ০ লা ট্ দি ০ ল ০০

I পমা -পা গা -া । -া -া -া -া} I গপা -া -া মা । মা -পা পগা -া I
ছুঁ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ শা০ ০ ন্ তি ধা ০ রা ০

I -গা -মা -পা -মা । -মগা -া -া -মা I মগা -রা সা ন্া । সা -গা গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় বে ০ দ ন গে ০ ল ০

I রগা -মা মা -া । -া -া -া -া I মর্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -রর্সা I
ধু০ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ আ০ ০ প ন্ আ ০ মা ০র্

I (র্স)না -া -া র্রা । (র্র)র্সা -া র্সা (র্র)র্সা I নর্সা (র্স)না ধপা -া । -া -া -া -া I
আ ০ প্ নি ম ০ রে ০০ লা০ ০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০

I (ধ)পা ধা (ধ)পা -মা । গা -া -া -া I (ম)গা -পা (প)মা -গা । রসা -া -া -া II
ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০

II {সন্া -া -া ন্া । সা -গা গা -া I সগা -া গা -া । গা -া গা মা I
ম০ ০ ন্ মি লে ০ যা য়্ আ০ জ্ এ ই নী ০ র ব

I (ম)রা -া -গা -মা । (ম)গা -া -া -া I গপা -া পা -ক্ষা । (ক্ষ)পা -ক্ষা (ধ)পা -া I
রা ০ ০ ০ তে ০ ০ ০ তা০ ০ রা য়্ ভ ০ রা ০

I পা -না -া ধা । (ধ)পা -া মা গা I (গ)রা -া -গা -মা । (ম)গা -া -া -া} I
ও ০ ই গ গ ০ নে র সা ০ ০ ০ থে ০ ০ ০

I {গপা -ধা -া পা । পনা -া না -র্সা I নর্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -(র্স)না I
অ০ ০ ম্ নি ক০ ০ রে ০ আ০ ০ মা র্ এ ০ হৃ ০

I র্রর্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সর্গা -া -র্গা -া । (র্গ)র্রা -া (র্র)র্সা -া I
দ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ তো০ ০ মা র্ না ০ মে ০

I (র্স)না -র্রর্সা -া -র্সা । (র্স)না -ধা পা -নধা I না -া -া -া । -া -া -া -া} I
হো ০০ ক্ না না ০ ম ০০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা -া সা -গা । গা -া গা -া I (ম)গা -া গা -মা । মা -া মা -পা I
আঁ ০ ধা ০ রে ০ মো র্ তো ০ মা র্ আ ০ লো র্

I পা -া -া -া । -া -া -া -া I পর্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -র্রর্সা I
জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ গ০ ০ ভী র্ হ ০ য়ে ০০

I (র্স)না -র্রা -া র্সা । র্সা -া র্সা -র্রর্সা I নর্সা -(র্স)না ধপা -া । -া -া -া -া I
থা ০ ক্ জী ব ০ নে ০র্ কা০ ০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০

I (ধ)পা -ধা (ধ)পা -মা । গা -া -া -া I (ম)গা -পা (প)মা -গা । রসা -া -া -া II II
ও ই বা ০ জে ০ ০ ০ ও ই বা ০ জে০ ০ ০ ০

● কাহারবা তালে, বাউলসুরে ও বেহাগ রাগে রচিত পূজা পর্যায়ের এই গানটি কবি ৫৭ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিতান ৩৪তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

২০২৩

নজরুলসংগীত

তাল: দাদ্‌রা

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি ॥
এই দেশেরই মাটি জলে এই দেশেরি ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে আসে কত জাতি।
এই দেশেরই ধূলায় পড়ি মাণিক যায় রে গড়াগড়ি
ও ভাই বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো এই দেশেরি জিয়ন-কাঠি ॥

এই মাটি এই কাদা মেখে এই দেশেরি আচার দেখে
সভ্য হল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি।
সন্ন্যাসীনি সকল দেশে জ্বাললো আলো ভালবেসে
আঁধার রাতে একলা জাগে আগলে রে এই শ্মশান ঘাটি ॥

এইচ. এম. ভি. এন. ৭০৯৭ ।। শিল্পী: গোপাল সেন

গা মা II	{পা	না	-া	।	র্সা	-নর্সা	-র্রা	I	র্সা	ণা	-[র্স]ণা	।	ধা	পধা	-ণা	I
ও ভাই	খাঁ	টি	০		শো	না০	র্		চে	য়ে	০		খাঁ	টি	০	
I	পা	মা	-া	।	মা	গা	-মা	I	[ম]রা	গা	-া	।	-া	-া	-া}	I
	আ	মা	র্		দে	শে	র্		মা	টি	০		০	০	০	
I	{পা	-া	পা	।	[প]না	না	-া	I	না	না	-র্সা	।	র্সা	র্সা	-া	I
	এ	ই	দে		শে	রি	০		মা	টি	০		জ	লে	০	
I	র্সা	-া	র্রা	।	র্রা	র্রা	-র্গা	I	র্সর্রা	র্রাঃ	-র্গঃ	।	র্সা	না	-া	I
	এ	ই	দে		শে	রি	০		ফু০	লে	০		ফ	লে	০	
I	(পা	-া	পা	।	[প]না	না	-া	I	র্সা	র্সা	-া	।	[র্স]র্রা	-র্গা	[র্গ]-র্রা	I
	এ	ই	দে		শে	রি	০		মা	টি	০		জ	০	০	
I	[র্র]র্সা	-া	-া	।	-া	-া	-া)}	I	পা	-র্সা	র্সা	।	র্সনা	র্রর্সাঃ	-পঃ	I
	লে	০	০		০	০	০		তৃ	ষ্	ণা		মি০	টা০	ই	
I	পধা	পধাঃ	-মঃ	।	মা	গা	-া	I	গা	গা	-মা	।	পা	না	-া	I
	মি০	টা০	ই		ক্ষু	ধা	০		পি	য়ে	০		এ	রি	০	

I না ধাঃ -র্সঃ । না পধা -ণা I ধা পা -া । মা গা -মা I
দু ধে র্ বা টি০ ০ আ মা র্ দে শে র্

I রা গা -া । -া গা মা II
মা টি ০ ০ ও ভাই

II সা -া সা । সা সা -পা I পা পা -া । পা পা -া I
এ ই মা য়ে রি ০ প্র সা দ্ পে তে ০

I পা -া ধা । ণা ণধা -পা I পধা পা -া । মা গা -া I
ম ন্ দি রে এ০ র্ এঁ০ টো ০ খে তে ০

I মা -া মা । মা মা -া I মা -ধা পা । মা মা -পা I
তী র্ থ ক রে ০ ধ ০ ণ্য হ তে ০

I -মগা -া গা । পা মা গা I গরা গা -া । -া -া -া I
০০ ০ আ সে ক ত জা০ তি ০ ০ ০ ০

I সা -া সা । সা সা -পা I পা পা -া । পা পা -া I
এ ই মা য়ে রি ০ প্র সা দ্ পে তে ০

I পা প-র্সা র্সা । র্সা র্সাঃ -পঃ I পা পাঃ -মঃ । মা গা -া I
ম ন্ দি রে এ০ র্ এ০ টো ০ খে তে ০

I গা -মা মা । মা মা -া I মা -ধা পা । মা মপা -গা I
তী র্ থ ক্ রে ০ ধ ০ ণ্য হ তে ০

I গা গা -পা । মা গা -মা I রা গা -া । -া গা -মা I
আ সে ০ ক ত ০ জা তি ০ ০ ও ভাই

I {পা -া পা । পনা না -া I নর্সা -র্সা -া । র্সা র্সা -া I
এ ই দে শে রি ০ ধূ লা য় প ড়ি ০

I র্সা র্সা -র্রা । রা -া র্সা I র্সর্রা র্গাঃ -র্রঃ । র্সা না (-া)} I
মা নি ক্ যা য়্ রে গ০ ড়া ০ গ ড়ি ০

ননা I না -র্সা র্সা । র্সা র্সা -পা I পা -ধা পা । মা গা -া I
ওভাই বি ০ শ্বে স বা র্ ঘু ম্ ভা ঙা লো ০

I গা -া মা । পা না -া I না ধা -র্সা । না পধা -ণা I
এ ই দে শে রি ০ জি য় ন্ কা ঠি০ ০

I ধা পা -ধপা । মা গা -মা I রা গা -া । -া গা মা II
আ মা ০র্ দে শে র্ মা টি ০ ০ ও ভাই

II ঁসা -া সা । সা সপা -া I পা পা -া । পা পা -া I
এ ই মা টি এ০ ই কা দা ০ মে খে ০

I পা -া ধা । ণা ণা -ধা I পধা পা -া । মা গা -া I
এ ই দে শে রি ০ আ০ চা র্ দে খে ০

I{ মা -া মা । ঁমা মা -া I মা মা -ধা । পা মপা -গা I
স ০ ভ্য হ্ ল ০ নি খি ল্ ভু ব০ ন্

I গা -া পা । মা গা -মা I রা গা -া । -া -া -া I
দি ০ ব্য প রি ০ পা টি ০ ০ ০ ০

I (সা -া সা । সা সপা -া I সা পা পা । পা -া -া I
এ ই মা টি এ০ ই কা দা মে খে ০ ০

I পা -র্সা র্সা । র্সা র্সাঃ -পঃ I পা পা -মা । মা গা -া)} I
এ ই দে শে রি ০ আ চা র্ দে খে ০

I {পা -া পা । না না -ধা I ঁর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
স ন্ ন্যা সী নি ০ স ক ল্ দে শে ০

I র্সা র্রা র্রা । র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা র্সর্রা -র্গর্রা । র্সা না -া} I
জ্বা ল্ লো আ লো ০ ভা০ লো ০০ বে সে ০

I পা -না -র্সা । র্রা -র্সা -া I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -পা I
মা ০ ০ ০ ০ ০ আঁ ধা র্ রা তে ০

I পা ধা পা । মা গা -া I গা -া মা । পা না -া I
এ কে লা জা গে ০ আ গ্ লে রে এ ই

I	ন	ধাঃ	-র্সঃ	।	না	পধা	-ণা	I	ধা	পা	-া	।	মা	গা	-মা	I
	শ্ম	শা	ন্		ঘা	টি০	০		আ	মা	র্		দে	শে	র্	
I	রা	গা	-া	।	-া	গা	মা	II	II							
	মা	টি	০		০	ও	ভাই									

● দাদরা তালে ও বাউলসুরে রচিত, স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৩৩ সালে এইচ. এম. ভি. কোম্পানি থেকে। শিল্পী ছিলেন গোপাল সেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল স্বরলিপি' বইটির ৩৪তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

তালঃ দাদরা

চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল ॥

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশশ্মান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ॥

চলরে নও জোয়ান
শোন রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল
চল্ রে চল্ রে চল্ ॥

এইচ. এম. ভি. এন ৭১৫৫ ॥ শিল্পীঃ ধীরেন্দ্রনাথ দাস ॥ মার্চ-সংগীত ॥ ছায়াছবিঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ॥ তালঃ দাদ্‌রা

[১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে এসে কবি এ গানটি রচনা করেন।]

II{	প্া	-সা	-া	।	প্া	-সা	-া	I	প্া	-সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	চ	০	ল্		চ	০	ল্		চ	০	০		০	০	ল্	
I	প্া	-সা	-া	।	প্া	-সা	-া	I	প্া	-সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	চ	০	ল্		চ	০	ল্		চ	০	০		০	০	ল্	
I	সা	-গা	গা	।	সা	গা	গা	I	সা	গা	গা	।	মা	-গরা	-রা	I
	ঊ	র্	ধ		গ	গ	নে		বা	জে	মা		দ	০০	ল্	

I রা -া রা । ন্া রা রা I ন্া রা রা । গা -রসা -সা I
নি ম্ নে উ ত লা ধ র ণী ত ০০ ল্

I সা গা গা । সা গা গা I সা গা মা । পা -গা -মা I
অ রু ণ প্রা তে র ত রু ণ দ ০ ল্

I ধা -পা মা । গা -রা ন্া I সা -া -া । -া -া -া ॥ }II
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ল্ ০ ০ ০ ০

[র্সা]

II{ পা র্সা -া । র্সা র্সা না I না না ণা । না -ধা -া I
ঊ ষা র্ দু য়া রে হা নি আ ঘা ০ ত্

I ধা -া দা । ধা ধা দা I ধা ধা দা । নধা -দধা -পা I
আ ম্ রা আ নি ব রা ঙা প্র ভা০ ০০ ত্

I পা পা ক্ষা । পা পা ক্ষা I পা পা ক্ষা । ক্ষপা -ধপা -মা I
আ ম্ রা টু টা ব তি মি র রা০ ০০ ত্

I মা মা গা । রা -পা মা I (গা -া -া । -া -র্সা -া)}I
বা ধা র বি ন্ ধ্যা চ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -া -রা । -া -মা -া I
চ ল্ ০ ০ ০ ০

I{ মা মা মা । মা মা -া I মা মা গা । মা -া -া I
ন ব ন বী নে র্ গা হি য়া গা ০ ন্

I গা গা -পা । গা গা জ্ঞা I গা গা জ্ঞা । গা -গা -া I
স জী ব্ ক রি ব ম হা শ্ম শা ০ ন্

I রা -া ঋা । রা রা ঋা I রা রা -ঋা । গরা -া -া I
আ ম্ রা দা নি ব নূ ত ন প্রা০ ০ ণ্

[র্সা]

I প্া ধ্া ন্া । সা গা গা I সা -া -া । -া -মা -া} I
বা হু তে ন বী ন ব ০ ০ ০ ০ ল্

I{ র্সা -র্গা র্গা । র্রা র্রা না I র্সা -া -া । -া -া -না I
চ ল্ রে ন ও জো য়া ০ ০ ০ ০ ন্

I না -া ণা । না না ণা I না -া -ধা । -া -র্সা -া I
শো ন্ রে পা তি য়া কা ০ ০ ০ ০ ন্

I র্সা -া র্সা । ধা পা -া I র্সা ধা পা । র্সা ধা পা I
মৃ ০ ত্যু তো র ণ্ দু য়া রে দু য়া রে

I পা পা গা । -া রা -া I সা -া -া । -া -মা -া I
জী ব নে র্ আ ও হ্বা ০ ০ ০ ০ ন্

I মা -া মা । মা -া মা I মা -া -া । -া -া -া I
ভা ঙ্ রে ভা ঙ্ আ গ ০ ০ ০ ০ ল্

[-া -মা -া]

I গা -া রা । গা -া রা I সা -া -া । -া -া -া }I
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

I মা -া মা । মা -া মা I মা -া -া । -া -া -া I
ভা ঙ্ রে ভা ঙ্ আ গ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -া রা । গা -া রা I সা -া -া । -া -া -া II II
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

- দাদরা তালে নিবদ্ধ এই গানটি ১৯৭২ সালে ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। নজরুল ইন্সস্টিটিউটকৃত নজরুলসংগীত স্বরলিপির ৩৫তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

তালঃ দাদরা

উভয়ে : দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য,
হে উদার নাথ, দাও প্রাণ।
স্ত্রী : দাও অমৃত মৃত জনে,
পুরুষ : দাও ভীত চিত জনে,
উভয়ে : শক্তি অপরিমাণ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

স্ত্রী : দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু,
স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু,
উভয়ে : দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ,
দাও শুদ্ধ জ্ঞান।
হে সর্বশক্তিমান ॥

স্ত্রী : দাও দেহে দিব্য কান্তি,
পুরুষ : দাও গেহে নিত্য শান্তি,
উভয়ে : দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ।
স্ত্রী : ভীতি নিষেধের ঊর্ধে স্থির,
পুরুষ : রহি যেন চির-উন্নত শির
উভয়ে : যাহা চাই যেন জয় করে পাই,
গ্রহণ না করি দান।
হে সর্বশক্তিমান ॥

HMV N. 7290 ॥ **শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা ও ধীরেন দাস** ॥ **প্রার্থণা-সংগীত** ॥ **তালঃ দাদরা**

II	সগা	-া	সা	।	গা	-া	সা	I	গা	-া	-া	।	গমা	-পধা	পা	I
	দা	০	ও		শৌ	র্	য		দা	০	ও		ধৈ০	০র্	য	
I	মা	-া	মা	।	মা	-গরা	সা	I	রা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
	হে	০	উ		দা	০০	র		না	০	০		০	০	থ্ ॥	
I	ধ্া	-ন্া	-সা	।	-রা	-গা	-রগরা	I	সা	-া	-া	।	-া	-া	-া}	I
	দা	০	০		০	০	ও০০		প্রা	০	০		০	ন্	০	

২০২১

I [স]পা -া -া । পা পা পা I পা পধা পধপা । পা -মা -া I
দা ০ ও অ মৃ ত মৃ ত০ জ০০ নে ০ ০

I [স]মা -া -া । -া -া মগা I মা মপা মা । গা -া -া I
দা ০ ও ভী ০ ত০ চি ত০ জ নে ০ ০

I [স]গা -া -া । গা গা গা I গা -মা -রা । রা -া -ধ্া I
শ ক্ তি অ প রি মা ০ ন্ হে ০ ০

I ধ্া -ন্া সা । রা -গা রা I সা -া -া । -া -া -া I
স র্ ব শ ক্ তি মা ০ ০ ০ ০ ন্

II{ ধর্সা -া [র্স]ধা । ধর্সা -া [র্স]ধা I ধর্সা -া ধা । ধর্সা -া র্সা I
দা০ ০ ও স্বা ০ স্থ্য দা০ ০ ও আ০ ০ য়ু

I ধনা -া না[র্স] । ধনা -া না[র্স] I ধনা -া না[ধ] । ধা -া -পা I
স্ব০ ০ চ্ছ আ০ ০ লো মু০ ক্ তো বা ০ য়ু

[পা]
I ধ -া -র্সা । -া -া -া }I পা -া -া । পা -া পা[ম] I
দা ০ ০ ০ ০ ও দা ০ ও চি ০ ত্ত

I [ম]ধা -া [ধ]পা । মা -া -মা I মা -া -া । [প]মা -া গা I
অ ০ নি রু ০ দ্ধ দা ০ ও শু ০ দ্ধ

I রগা -া -া । [র]গা -া -ধ্া I -ধ্া ন্া সা । রা -গা রা I
জ্ঞা০ ০ ন্ হে ০ ০ স র্ ব শ ক্ তি

I সা -া -া । -া -া -া II
মা ০ ০ ০ ০ ন্

II{ পা -া ধা । ধা -া ধনা I পা -র্সা র্সনা । না -ধপা পা[গ] I
দা ০ ও দে ০ হে০ দি ০ ব্য০ কা ০ন্ তি

I গা -া -পা । -া -া -া I পা -র্গা র্রা । র্রা -র্গা র্গর্রা I
দা ০ ০ ০ ০ ও দা ০ ও গে ০ হে০

I	র্রা	-র্গা	র্গর্রা	।	র্রা	-র্সা	র্সধা	I	ধা	-া	-র্সা	।	-া	-া	-া }I
	নি	০	ত্য০		শা	ন্	তি০		দা	০	০		০	০	ও
I	পা	-া	-া	।	পা	-া	পা	I	পা	-ধা	মা	।	মা	-পা	গা I
	দা	০	ও		পূ	০	ণ্য		প্রে	০	ম		ভ	ক্	তি
I	গা	-মা	পা	।	ধা	না	-র্সা	I	র্সধা	-া	-া	।	-া	-া	-া I
	ম	ং	গ		ল	ক	ল্		ল্যা	০	০		০	০	ণ্
I	র্সা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	-র্সনা	I	র্রা	-ধা	ধা^ন	।	ধা	-া	-র্সা I
	ভী	তি	নি		ষে	ধে	০র্		উ	র্	ধে		স্থি	০	র্
I	র্সা	র্গা	র্রা	।	র্গা	র্মা	র্পা	I	র্গা	-র্মা	র্মা^{র্র}	।	র্রা^{র্স}	র্সা	-া }I
	র	হি	যে		ন	চি	র		উ	ন্	ন		ত	শি	র্
I	-া	-া	-া	।	-া	না	না^{র্স}	I	ধনা	-া	-া	।	-া	না	নর্সা I
	০	০	০		০	যা	হা		চা০	০	ই		০	যে	ন০
I	ধনা	-না	নধা	।	ধপা	পা	-া	I	সা	সা	সা	।	সা	সা	সন্া I
	জ০	য়	ক০		রে০	পা	ই		গ্র	হ	ন		না	ক	রি০
I	ন্রা	-া	-া	।	রা	-া	-ধ্া	I	ধ্া	-ন্া	সা	।	রা	গা	রগরা I
	দা০	০	ন্		হে	০	০		স	র্	ব		শ	ক্	তি০০
I	সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	II II				।			I
	মা	০	০		০	০	ন্								

● এটি একটি প্রার্থনা সংগীত। হেমকল্যাণ রাগে রচিত ভজন অঙ্গের এই গানটির প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৩৪ সালে। শিল্পী ছিলেন ধীরেন দাস ও আঙ্গুরবালা। নজরুল ইন্সস্টিটিউটকৃত ‘নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি’ ২৬তম খণ্ডে এই গানটি মুদ্রিত আছে। গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ।

নজরুলসংগীত

তাল: তাল-ফেরতা

যায় ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ ঢেউ তুলে
দেহের কূলে কে চঞ্চলা দিগঞ্চলা
মেঘ-ঘন-কুন্তলা।
দেয় দোলা পূব-সমীরণে
বনে বনে দেয় দোলা ॥

চলে নাগরী দোলে ঘাগরী
কাঁখে বরষা-জলের গাগরী
বাজে নূপুর-সুর-লহরী
রিমিঝিম্, রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্
চল-চপলা ॥

দেয়ারী তালে কেয়া কদম নাচে
ময়ূর-ময়ূরী নাচে তমাল-গাছে।
এলায়ে মেঘ-বেণী কাল-ফণী
আসিল কি দেব-কুমারী
নন্দন-পথ-ভোলা ॥

TWIN FT. 3328 || শিল্পী: মিস্ আশালতা || নৃত্য-সম্বলিত || তাল-ফেরতা

কাহার্‌বা

||
সা -রা II সণ্া -া সা -া । ^মজ্ঞা -া মা -া I পা -া -পা দা । পা -া মা -পা I
যা য়্ ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঢে ০ উ তু লে ০ দে ০

I মজ্ঞা -া -া পা । মা -জ্ঞা জ্ঞা -া I রা -া -া মা । জ্ঞা -া রা -জ্ঞা I
হে০ ০ র্ কূ লে ০ কে ০ চ ০ ন্ চ লা ০ দি ০

I সা -া -া জ্ঞা । রা -া -া -া I রা -া -া মা । জ্ঞা -রা সা -রা I
গ ০ ন্ চ লা ০ ০ ০ মে ০ ০ ঘ ঘ ০ ন ০

I সণ্া -া -া রা । সা -া সা -রা I সণ্া -া সা -া । ^মজ্ঞা -া মা -া I
কুন্ ০ ০ ত লা ০ যা য়্ ঝিল্ ০ মিল্ ০ ঝিল্ ০ মিল্ ০ ১০২৩

I পা -া -া দা । পা -া -া -া I {পর্সা -া -া র্সা । র্সা -পা -া -া I
ঢে ০ উ তু লে ০ ০ ০ দে০ ০ য়্ দো লা ০ ০ ০

I পণা -া -া ণা । ণা -পা পা -া I জ্ঞা -মা মা -জ্ঞা। জ্ঞপা -া পা -মা I
দে০ ০ য়্ দো লা ০ পূ ব্ স ০ মী ০ র০ ০ ণে ০

I মা -জ্ঞা জ্ঞা -রা । রা -সা সা -রা I সন্া -া -া রা । সা -া (-া -া) I সা -রা II
ব ০ নে ০ ব ০ নে ০ দে০ ০ য়্ দো লা ০ ০ ০ "যা য়্"

[মা -া -মপা]
পা পা II {পমা -া -পা পা । পা -া পা পা I মা -া -ধপা পা । মজ্ঞা -া (জ্ঞা মা)} I
চ লে না ০ ০ গ রী ০ দো লে ঘা ০ ০০ গ রী০ ০ চ লে

I জ্ঞা মা I জ্ঞা মা পা -ণা। পা -ণা র্সা -র্রা I র্সর্রা -া র্সা -না। র্সা -া নর্সা না I
কাঁ খে ব র ষা ০ জ ০ লে র্ গা০ ০ গ ০ রী ০ বা জে

I {র্সর্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্রা র্সা র্সর্রা না I (র্সা -া -া -া । -া -া র্সা না)} I
নূ০ ০ পু র সু র ল হ রী ০ ০ ০ ০ ০ বা জে

I র্সা -া -া পা । পা -া পা -া I দা -া -া -মা। মা -পা -া প-জ্ঞা I
রী ০ ০ রি মি ০ ঝি ম্ রি ০ ০ ম্ ঝি ০ ০ ম্

I মা -া -া -জ্ঞা । পা -া -া -মজ্ঞা I জ্ঞা -মা পা ণা । ণা -পা র্সা -ণা I
রি ০ ০ ম্ ঝি ০ ০ ০ম্ চ ০ ল চ প ০ লা ০

I -র্রা -র্সা -ণা -ধা । -পা -মা -জ্ঞা -রা I জ্ঞা -মা পা ণা । ণা -পা র্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ চ ০ ল চ প ০ লা ০

I -া -া -া -া । -া -া সা -রা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ "যা য়্"

দাদ্‌রা

II { -া -া পা । পা পা -মা I পা -ণা ণা । দা পা -া I
০ ০ দে য়া রি ০ তা ০ লে কে য়া ০

I পা -দা পা । মা -গা মা I পা -া র্সা । না র্সা র্সপা I
ক ০ দ ম ০ না চে ০ ম য়ূ র ম০

I পা -দা পা । মা -ম্পা মা I জ্ঞরা -মা জ্ঞা । জ্ঞরা -সা -ন্া I
য়ূ ০ রী না ০ চে ত০ ০ মা ল ০ গা

I (সা -া -া । -া -া -া)} I
ছে ০ ০ ০ ০ ০

কাহার্‌বা

I সা -া -া ন্া । সা -ন্া সা -ন্া I {সজ্ঞা -া -া জ্ঞা । রা -সা সা -রা I
ছে ০ ০ এ লা ০ য়ে ০ মে ০ ০ ঘ বে ০ ণী ০

I রগা -া -া গা । মা -া -া -া I মা ধা -া মা । ধা -া -া -া I
কা০ ০ ল্‌ ফ ণী ০ ০ ০ আ সি ০ ল কি ০ ০ ০

I ধা -া -র্সা ণা । ধা -পা মগা -মা I পদা -া দা পা । মা জ্ঞা রা -জ্ঞা I
দে ০ ব্‌ কু মা ০ রী০ ০ ন০ ন্‌ দ ন প থ ভো ০

I (পা -া -া ন্া । সা -ন্া সা -ন্া)} I পা -া -া -ণা । -ধা -পা মগা -মা I
লা ০ ০ এ লা ০ য়ে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ কে০ ০

I পা -া -া দা । পা -মা জ্ঞা -রা I সা -া -া জ্ঞা । রা -া -া -া I
চ ০ ন্‌ চ লা ০ দি ০ গ ০ ন্‌ চ লা ০ ০ ০

I রা -া -া মা । জ্ঞা -রা সা -রা I র্ন্া -া -া রা । সা -া সা -রা II II
মে ০ ০ ঘ ঘ ০ ন ০ কু ০ ন্‌ ত লা ০ “যা য়্‌”

● এই গানটি ভীমপলশ্রী রাগে রচিত। নজরুল ইন্সস্টিটিউটকৃত ‘নজরুলসংগীত স্বরলিপি’র তৃতীয় খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। গানটির তাল: তাল-ফেরতা (কাহার্‌বা ও দাদরা)।

লোকসংগীত

কথাঃ সংগ্রহ
সুরঃ গিরীণ চক্রবর্তী
তালঃ কাহারবা

বেলা দ্বিপ্রহর ধূ ধূ বালুচর
ধূপেতে কলিজা ফাটে
পিয়াসে কাতর।

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই আল্লাহ মেঘ দে ॥

আস্‌মান হইল টুডা টুডা
জমিন হইল ফাডা
মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে
মেঘ দিব তোর কেডা ॥

হালের গরু বাইন্দা
গিরস্থ মরে কাইন্দা
ঘরের রমণী কান্দে
ডাইল খিচুড়ি রাইন্দা ॥

আম পাতা লড়ে চড়ে
কাডল পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা বিলে
পানি কৌড়ী মরে ॥

ফাইটা ফাইটা রইছে যত
খালা বিলা নদী
পানির লাইগা কাইন্দা মরে
পঙ্খি জলধি ॥

কপোত কপোতী কান্দে
খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কলি পড়ে
ঝরিয়া ঝরিয়া ॥

[তাল ছাড়া গাইতে হবে]

গা মা পা ক্ষা পা -া -া -া পদা ধপা পমা মগা

বে লা দ্বি প্র হ ০ ০ র্ ধূ০ ধূ০ বা০ লু০

গা -া -া মা রগা -পমা -পমা -পমা পমপমা -গা -মা -গা -রা -া -া -া

চ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০০০ ০ ০ ০ র্ ০ ০ ০

সরা রা -া রা রা -পমা মা মা -গা গা গা -া রসা -ন্া -া -া -া

ধূ০ পে ০ তে ক ০ লি জা ০ ফা টে ০ ০০ ০ ০ ০ ০

সন্া সা -া রা -গরা -গরা স্না সা -া -া -া

পি০ য়া ০ সে ০ ০ কা০ ত ০ ০ র্

গা মা I

আল লা

\+ ০ + ০

I মা -পা পা -া । -া -া গা মা I ধা -া ধা -া । ধা ণা ধণা -ধা I

মে ঘ্ দে ০ ০ ০ আল্ লা মে ঘ্ দে ০ পা নি দে০ ০

I ধপা পা ধা ণা । ধণা -ধপা গা মা I পা -া পা -া । -া -া ধগা মা I

ছা০ য়া দে রে তু০ ০ই আল্ লা মে ঘ্ দে ০ ০ ০ আল্ লা

I ধা -া ধা -া । পা পা গা মা I পা -া পা -া । -া -া ধগা মা I

মে ঘ্ দে ০ ০ ০ আল্ লা মে ঘ্ দে ০ ০ ০ আল্ লা

I ধা -া ধা -া । ধ ণা ধনা -ধা I ধপা পা ধা ণা । ধণা -ধপা গা মা I

মে ঘ্ দে ০ পা নি দে০ ০ ছা০ য়া দে রে তু০ ০ই আল্ লা

I পা -া পা -া । -া -া -া -া I পা ধা র্সা র্সা । র্গর্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I

মে ঘ্ দে ০ ০ ০ ০ ০ আস্ মান্ হই ল টু০ ডা০ টু০ ডা

I র্সা র্সা র্সণা ধণা । পা ধা -া -া I পাঃ ধঃ র্সা র্সা । র্রা র্রর্মা র্গা র্রা I

জ মিন্ হই ল০ ফা ডা ০ ০ মেঘ রা জা ঘু মাই য়া০ রই ছে

I র্রর্সা র্সঃ ণা ধণা ণপা ধা ধগা মা II

মেঘ দি ব তোর কে০ ডা আল্ লা

II পা ধা র্সা র্সা | র্রাঃ -র্মঃ র্গর্মা -র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | পা ধা -া -া I
হা লের্ গ রু বাই ন্ দা০ ০ গি রস্থ ম রে০ কাইন্ দা ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সাঃ র্সঃ ণা ধণা | ণপা ধা ধগা মা I
ঘ রে র র ম ণী০ কান্ দে ডাইল্ খি চু ড়ি রাইন্ ধা আল্ লা

II পা -ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | পা ধা -া -া I
আ ম্ পা তা ল ড়েং০ চ০ ড়ে কা ডল পা তা০ ঝ রে ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা -র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | ণপা ধা ধগা মা II
পা নি পা নি কই রা০ বি০ লে পা নি কৌ ড়ী০ ম০ রে আল্ লা

II পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | পা ধা -া -া I
ফাই টা ফাই টা রই ছে য০ ত খা লা বি লা ন দী ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | ণপা ধা ধগা মা II
পা নির্ লাই গা কাই্ন্ দা০ ম০ রে প ঙ্ খি জ০ ল০ ধি আল্ লা

II পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | পা ধা -া -া I
ক পো ত ক পো তী০ কান্ দে খো পে তে০ ব০ সি য়া ০ ০

I পা ধা র্সা র্সা | র্রা র্রর্মা র্গর্মা র্রা I র্রর্সা র্সা র্সণা ধণা | ণপা ধা ধগা মা II II
শুক্ না ফু লের ক লি০ প০ ড়ে ঝ রি য়া ঝ০ রি০ য়া আল্ লা

ভাটিয়ালি

কথা ও সুরঃ আবদুল লতিফ

তালঃ কাহারবা

ও পদ্মা নদীরে ... .
সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই
বল আমারে তোর কিরে আর কূল কিনারা নাই
ও নদীর কূল কিনারা নাই ॥
পারের আশায় তাড়াতাড়ি,
সকাল বেলায় ধরলাম পাড়ি
আমার দিন যে গেল সন্ধ্যা হল তবু না কূল পাই
কূল কিনারা নাই ও নদীর কূল কিনারা নাই ॥
পদ্মারে তোর তুফান দেইখা পরান কাঁপে ডরে
ফেইলা আমায় মারিস না তোর সর্বনাশা ঝড়ে।
একে আমার ভাঙ্গা তরী
মাল্লা ছয়জন সল্লা করি
আমার নায়ে দিল কুড়াল মারি কেমনে পারে যাই
কূল কিনারা নাই ॥

[তাল ছাড়া গাইতে হবে]

I	পা	-া	ধা	-র্সা	র্রা	র্গর্রা	-া	র্গা		-া	-া	-া	-া		-া	-া	-া	-া	I
	ও	০	প	দ্মা	ন	দী০	০	রে		০	০	০	০		০	০	০	০	
I	-র্রা	-র্মা	-র্গা	-র্রা	র্সা	-না	-ধা	-পা		-ধনধা	-পা	-া	-া		-া	-া	-া	-া	I
	০	০	০	০	০	০	০	০		০০০	০	০	০		০	০	০	০	

[তালে গাইতে হবে]

	+				০					+					০				
II	-া	-া	সা	সা ।	-া	গা	গা	-মা	I	পা	-না	না	-া ।		র্সা	-নর্সা	-নধা	-পা	I
	০	০	স	র্ব	০	না	শা	০		প	০	দ্মা	০		ন	০০	০০	০	
I	ধনধা	-া	-পা	-া ।	-া	-া	-া	-া	I	-া	-া	পা	না ।		-া	র্সা	র্রা	-র্সা	I
	দী০০	০	০	০	০	০	০	০		০	০	তোর্	কা		০	ছে	শু	০	

I র্রর্গর্রা -া -র্সা -া । -া -া -া -া I -া -া পর্সা র্সা । -না র্সা নর্সা -র্রা I
ধা০০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ বল্ আ ০ মা রে০ ০

I র্সর্রর্সা -ণা ণর্সনা -ধা । ধণধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । -ণধা পমা মা -পা I
তো০০র্ কি০০ ০ রে০০ ০ আ০০ র্ ০ ০ কুল্ কি ০০ না০ রা ০

I পধা -া -া -া । -া -া -া -ণা I পা -ণা -ধণা -পধা । মপা -গমা -রগা -সা I
না০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I ণ্া -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া সা গা । গা -মা পা -মপা I
ই ০ কূ০ ল্ কি না রা০০ ০ না ০ ই ও ন ০ দী ০০

I -ঁমা গা গপা মা । গা রসা -া সা I সা -া সা -া । -া -া -া -া II
০ র্ কূ০ ল্ কি না০ ০ রা না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

ধর্সা র্সণা II -র্সণা ধা পমা মা । পা -া পধা -ণা I -ধা ধা ধা -ণা । -ধণধা -পা -া -া I
পা০ রে০ ০র্ আ শা০ য় তা ০ ড়া০ ০ ০ তা ড়ি ০ ০০০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা । -র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গর্মর্গা -র্রা র্রা -র্গা I
০ ০ স কা ল্ বে লা য় ধ র্ লা ম্ পা০০ ০ ড়ি ০

I -র্রর্গর্রা -া -া -া । -া -া র্সর্রা -র্গা I -র্রর্গর্রা -র্সর্রা -র্সা -া । -া -া -া -া I
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধর্সা র্সণা । -র্সণা ধা পমা মা I পা -া পধা -ণা । -ধা ধা ধা -ণা I
০ ০ পা০ রে০ ০র্ আ শা০ য় তা ০ ড়া০ ০ ০ তা ড়ি ০

I -ধণধা -পা -া -া । -া -া -া -া I -া -া পা ধা । -র্সা র্সা র্সা র্সা I
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স কা ল্ বে লা য়

I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গর্মর্গা -র্রা র্রা -র্গা I -র্রর্গর্রা -র্সর্রা -র্সা -া । -া -া পনা না I
ধ র্ লা ম্ পা০০ ০ ড়ি ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্

I না -র্সা র্সা -া । -া র্সা র্রা -র্সনা I নর্সনা না ধপা -া । না -া নর্রা -র্সর্রা I
দি ন্ যে ০ ০ গে ল ০০ স০০ ন্ ধা০ ০ হ ০ ল০ ০০

I -নর্সা -না -া -া । -া -া পনা না I না র্সা র্সা -া । -া র্সা নর্সা -র্রা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্ দি ন্ যে ০ ০ গে ল০ ০

I র্সর্রর্সা -ণা ণর্সণা-ধা । ধণধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । -ণধা পমা মা -পা I
স০০ ন্ ধা০০ ০ হ০০ ০ ল০০ ০ ০ ০ ত০ বু ০০ না০ কূ ল

I পধা -া -া -া । -া -া -া -ণা I -পা -ণা -ধণা -পধা । -মপা -গমা -রগা-সা I
পা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I -ণ্া -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া সা গা । গা -মা পা -মপা I
ই ০ কূ০ ল্ কি না রা০০ ০ না ০ ই ও ন ০ দী ০০

I -ঁমা গা গপা মা । গা রসা -া সা I সা -া সা -া । -া -া -া -া II
০ র্ কূ০ ল্ কি না০ ০ রা না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া রগা গা । -া মা পা -মপা I -ঁমা -গা গপমা মা । -গা রা সা -ণ্া I
০ ০ প০ দ্মা ০ রে তো ০০ ০ র্ তু০০ ফা ন্ দেই খা ০

I -া -া প্া ণ্া । ণ্া সা জ্ঞা -রা I রজ্ঞরা -সা -সা -া । -া -া -া -া I
০ ০ প রা ন্ কাঁ পে ০ ড০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা রা । -মা মা মা মা I -া -া পা পা । -ণা ধা ণা -ধণধা I
০ ০ ফেই লা ০ আ মা য় ০ ০ মা রি স্ না তো ০০০

I -পা -া ধপা পা । -ধা পধপা পমা -পা I মপমা -া গা -া । -া -া -া -া I
র্ ০ স০ র্ব ০ না০০ শা০ ০ ঝ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

র্ধর্সা র্সণা II -র্সণা ধা পমা মা । পা পা পধা -ণা I -ধা ধা ধা -ণা । -ধণধা -পা -া -া I
এ০ কে০ ০০ আ মা০ র্ ভা ং গা০ ০ ০ ত রি ০ ০০০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা । -র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গর্মর্গা -র্রা র্রা -র্গা I
০ ০ মা ল্লা ছ য় জ ন্ স ল্ লা ০ ক০০ ০ রি ০

I -র্রর্গর্র -া -া -া । -া -া -র্সর্রা -র্গা I -র্রর্গর্রা -র্সর্রা -র্সা -া । -া -া -া -া I
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধর্সা র্সণা । -র্সণা ধা পমা মা I পা পা পধা -ণা । -ধা ধা ধা -ণা I
০ ০ এ০ কে০ ০০ আ মা০ র্ ভা ং গা০ ০ ০ ত রি ০

I -ধণধা -পা -া -া । -া -া -া -া I -া -া পা ধা । -র্সা র্সা র্সা র্সা I
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ল্লা ছ য় জ ন্

I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গর্মর্গা -র্রা র্রা -র্গা I -র্রর্গর্রা -র্সর্রা -র্সা -া । -া -া পনা না I
স ল্ লা ০ ক০০ ০ রি ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্

I না -র্সা র্সা -া । -া র্সা র্রা -র্সনা I নর্সনা না ধপা -া । না -া নর্রা -র্সর্রা I
না ০ য়ে ০ ০ দি ল ০০ কু০০ ড়া ল্০ ০ মা ০ রি০ ০০

I -নর্সা -না -া -া । -া -া পনা না I না -র্সা র্সা -া । -া র্সা নর্সা -র্রা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মার্ না ০ য়ে ০ ০ দি ল০ ০

I র্সরর্সা -া ণর্সণা -া । ধণধা -পা পধপা -মা I -া -া পধা ধা । ণধা পমা মা -পা I
কু০০ ০ ড়া০০ ল্ মা০০ ০ রি০০ ০ ০ ০ কে০ ম নে০ পা০ ড়ে ০

I পধা -া -া -া । -া -া -া -ণা I -পা -ণা -ধণা -পধা । -মপা -মগা -রগা -সা I
যা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I -ণ্া -া রগা গা । রা গা রগরা -সা I সা -া -া সা । -া -া -া -া II II
ই ০ কূ০ ল্ কি না রা০০ ০ না ০ ০ ই ০ ০ ০ ০

ভাওয়াইয়া
তালঃ দ্রুত দাদরা
কথা ও সুরঃ আবদুল করিম

আজি ভাল্ করিয়া বাজান রে দোতোরা
সুন্দরী কমলা নাচে ॥
ওরে কমলার নাচনে বাগিচার পিছনে,
চাঁন্দ ঝলমল হাসেরে ॥
ওরে, হেলিয়া নাচে দুলিয়া নাচে রে,
ও তার মাটিতে পাও না পড়ে।
ওরে গগন নামিয়া নাচে ও,
যেন খঞ্জন পংখী নাচে রে ॥
ওমন সুন্দরী কমলা নাচে,
আজি ভাল্ করিয়া বাজান রে ঢাকুয়া।
সুন্দরী কমলা নাচে ॥
ঘুরিয়া নাচে ঢলিয়া পড়ে রে,
ওর তার দ্যাহায় বসন নাই।
ওরে পূবালী বাতাসে যেন ও,
উয়ার ক্যাশে খেলা করে রে ॥

+ ০ + ০
{ সা সা -া II সা -া জ্ঞা | -া -রজ্ঞা জ্ঞা I সা রা -সা | ণ্া -া -া I
আ জি ০ ভা ০ হা ০ হা০ ল্ ক রি ০ য়া ০ ০

I ণ্া -া [র]সা | সা সা -া I রা জ্ঞা -া | রসা -রা -া I
বা ০ জা ন্ রে ০ দো তো ০ রা ০ ০

I রা -া -মা | মা গা -া I রা সা -া | রা -জ্ঞা -া I
সু ০ ন্ দ রী ০ ক ম ০ লা ০ ০

I সা -রা সা | -া -া -া I -া -া -া } | ণ্সা সা -া I
না ০ চে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও০ রে ০

I	রা	রা	-মা	|	মা	-া	মা	**I**	মা	মা	-া	|	মগা	-মা	-া	**I**
	ক	ম	০		লা	০	র		না	চ	০		নে০	০	০	
I	মপা	পা	-া	|	পা	-া	পা	**I**	ধা	ণা	-া	|	ধা	-ণা	-া	**I**
	বা০	গি	০		চা	০	র্		পি	ছ	০		নে	০	০	
I	পধা	ধা	-া	|	পা	-া	-া	**I**	ধা	-া	ণা	|	ধণা	পা	-া	**I**
	চাঁ০	ন্	০		দ্	০	০		ঝ	০	ল্		ম০	০	ল্	
I	পমা	-া	-া	|	মা	-া	-া	**I**	গমগা	-গা	-া	|	-রা	-সা	-া	**II**
	হা০	০	০		সে	০	০		রে০০	০	০		০	০	০	
II	{সা	-া	রা	|	-া	রা	-জ্ঞা	**I**	সা	-রা	-সা	|	সা	-ণা	-া	**I**
	হে	০	লি		০	য়া	০		না	০	০		চে	০	০	
I	সণ্া	-া	সা	|	-া	সা	-া	**I**	রা	-া	-জ্ঞা	|	রা	-জ্ঞা	-া	**I**
	দু০	০	লি		০	য়া	০		না	০	০		চে	০	০	
													[-া	-া	-া]	
I	সরা	সা	-া	|	-া	-া	-া	**I**	-া	-া	-া	|	সা	সা	ণ্া}	**I**
	রে০	হে	০		০	০	০		০	০	০		ও	রে	০	
	সা	সা	-সা	**II**	গ্রা	রা	-মা	|	মা	-া	-া	**I**	পা	পা	-া	|	ধা	-ণা	-া	**I**
	ও	তা	র্		মা	টি	০		তে	০	০		পা	ও	০		না	০	০	
I	পধা	-া	ধা	|	পা	-া	-া	**I**	-া	-া	-া	|	{পা	পা	-া	**I**
	প০	০	হ		ড়ে	০	০		০	০	০		ও	রে	০	
I	পা	-া	-ধা	|	ধা	-া	-া	**I**	ধা	-া	-ণা	|	ধা	-ণা	-া	**I**
	গ	০	০		গ	০	০		ন	০	০		না	০	০	
I	ধপা	-পা	-া	|	পা	-া	-া	**I**	ধা	-া	-ণা	|	ধা	-ণা	-া	**I**
	মি০	০	০		য়া	০	০		না	০	০		চে	০	০	
I	পধা	-ধা	পা	|	-া	-া	-া	**I**	-া	-া	-া}	|	সা	সা	-া	**I**
	ও০	০	হো		০	০	০		০	০	০		যে	ন	০	

I সা -া -রা | রমা -গা -রগা I -রা -া রা | রা গা -া I
খ ০ ন্ জ০ ০ ০০ ন্ ০ প ং খী ০

I ধপা -া -া | ধা -পা -ধা I পমা -া -া | গা রসা সা I
না ০ ০ চে ০ হে রে০ ০ ০ ও ম০ ন্

I গরা -া -মা | মা গা -মা I রগা গা -া | রসা -রসা -া I
সু ০ ন্ দ রী ০ ক০ ম ০ লা০ ০০ ০

I সা সা -া | -া -া -া I -া -া -া | সা সা -প্া I
না চে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি ০

II {সা -া রা | -া রা -জ্ঞা I সা -রা -সা | ণ্া -পা -া I
ঘু ০ রি ০ য়া ০ না ০ ০ চে ০ ০

I সণ্া -া সা | -া সা -া I রা -া -জ্ঞা | রা -জ্ঞা -া I
ঢ০ ০ লি ০ য়া ০ প ০ ০ ড়ে ০ ০

[-া -া -া]

I রজ্ঞা -মা -সা | -া -া -া I -া -া -া | সা সা -পা}I
রে হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে ০

সা সা -সা II গরা -া মা | মা -া মা I ধপা -া -া | ধা -ণা -া I
ও তা র্ দে ০ ০ হা ০ য় ব ০ ০ স ন্ ০

I ণধা -া র্সা | -পা -া পা I -া -া -া | {পা পা -গা I
না০ ০ হা ০ ০ ই ০ ০ ০ ও রে ০

I পা -া -ধা | ধা -া -া I ধা -া -ণা | ধা -ণা -া I
পূ ০ ০ বা ০ ০ লী ০ ০ প শ ০

I ধপা -ধা -পা | -পা -া -া I ধা -া -ণা | ধা -ণা -া I
তা ০ ০ সে ০ ০ যে ০ ০ ন ০ ০

I ণধা -া র্সা | -পা -া -া I -া -া -া } | সা সা -সা I
ও০ ০ হো ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ য়া র্

I	সা	-া	-রা	|	রমা	-গা	-রগা	**I**	-রা	-া	রা	|	-া	গা	-া **I**
	ক্যা	০	০		শে০	০	০০		০	০	খে		০	লা	০
I	ধপা	-া	-া	|	ধা	-পা	-ধা	**I**	পমা	-া	-া	|	গা	রসা	সা **I**
	ক	০	০		রে	০	হে		রে০	০	০		ও	ম০	ন্
I	গরা	-া	-মা	|	মা	গা	-মা	**I**	রগা	গা	-া	|	রসা	-রসা	-া **I**
	সু	০	ন্		দ	রী	০		ক০	ম	০		লা০	০০	০
I	সা	সা	-া	|	-া	-া	-া	**I**	-া	-া	-া	|	সা	সা	-প্া **II II**
	না	চে	০		০	০	০		০	০	০		আ	জি	০

বাউল গান

কথা: লালন সাঁই

তাল: দ্রুত দাদরা

ও যার আপন খবর আপনার হয়না
একবার আপনারে চিনতে পারলেরে।
যাবে অচেনারে চেনা ॥

ও সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখনা
আমি ঘুরে এলাম সারা জগত্ রে
তবু মনের গোল তো যায় না ॥

ওসে অমৃত সাগরের সুধা
সুধা খাইলে জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা রয়না
ফকির লালন মরলো জল পিপাসায় রে
কাছে থাকতে নদী মেঘনা ॥

	+			০				+			০			
II	{রসা	-রগরা	-া	সন্া	-া	-ন্া	I	সা	গা	-া	মা	পা	-া	I
	ওo	ooo	o	যাo	o	র্		আ	প	ন্	খ	ব	o	
I	-া	-পা	পণা	ধা	পা	-ধা	I	পমা	-পধপা	-পা	মা	-গা	-া }	I
	o	র্	আo	প	না	র্		হo	ooo	য়্	না	o	o	
I	{-া	-া	-া	গা	মা	-মা	I	পা	পা	-র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	o	o	o	এক্	বা	র্		আ	প	o	না	রে	o	
I	র্সনা	-না	র্রা	র্সা	-না	না	I	না	-র্রা	-র্সর্রা	-নর্সা	-া	-না }	I
	চিo	ন্	তে	পা	র্	লে		রে	o	oo	oo	o	o	
I	-া	-া	-া	না	না	-া	I	র্সা	র্সা	-র্রা	র্সা	না	-র্সা	I
	o	o	o	যা	বে	o		অ	চে	o	না	রে	o	
I	ধা	-না	ধপা	-া	না	না	I	র্সা	র্সা	-র্রা	র্সা	না	-র্সা	I
	চে	o	নাo	o	যা	বে		অ	চে	o	না	রে	o	
I	ধা	-না	ধপা	-ণা	ধা	-পা	I	মা	গা	-গা	মা	পা	পা	I
	চে	o	নাo	o	যা	র্		আ	প	ন্	খ	ব	র্	

I -া -া পণা | ধা পা -ধা I পমা- পধপা পা | মা -গা -া II
০ ০ আ০ পা না র্ হ০ ০০০ য় না ০ ০

গা রসা -সা II সা গা -গা । গা গা -মা I মগা মা -া । মা পা -া I
ও সাঁ০ ই নি ক ট্ থে কে ০ দূ০ রে ০ দে খা ০

I -ণা -ধা -পা | -মা -পা -গা I গা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | রগা গা গা I গা গা মা | পা পা -ণা I
০ ০ ০ যে০ ম ন্ কে শ র্ আঁ ড়ে ০

I ধা পধা পা | পা মগা গা I পমা -া মা | গা -া -া I
পা হা০ ড় লু কা০ য় দে০ ০ খ্ না ০ ০

I -া -া -া | গা রসা সা I সা গা গা | গা গা -মা I
০ ০ ০ ও সাঁ ই নি ক ট্ থে কে ০

I মগা মা -া | মা পা -া I -পা -ধা -না | -া -া -া I
দূ০ রে ০ দে খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -নর্রা -র্সা -না | -ধা -পা -ধা I -পা -া -া | -া -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | পা মা -পা I গা গা -মা | পা পা -ণা I
০ ০ ০ যে ম ন্ কে শে র্ আঁ ড়ে ০

I ধা পধা -পা | পা মগা গা I পমা -গমা মা | গা -া -া I
পা হা০ ড় লু কা০ য় দে০ ০০ খ্ না ০ ০

I {-া -া -া | গা গা -মা I পা পা -র্সা | র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ০ আ মি ০ ঘু রে ০ এ লা ম্

I না না -র্রা | র্সা র্সা -না I না -র্রা -র্সর্রা | -নর্সা -া -না I
সা রা ০ জ গ ত্ রে ০ ০০ ০০ ০ ০

I	{-া	-া	-া	|	-া	না	না	I	র্সা	র্সা	-র্রা	|	র্সা	না	-র্সা	I
	০	০	০		০	ত	বু		ম	নে	র্		গোল্	তো	০	
I	ধনা	-না	ধপা}	|	-া	ধা	পা	I	মা	গা	গা	|	মা	পা	পা	I
	যা০	য়্	না০		০	যা	র্		আ	প	ন্		খ	ব	র্	
I	-া	-া	পণা	|	ধা	পা	-ধা	I	পমা	-পধপা	পা	|	মা	-গা	-া	II
	০	০	আ০		প	না	র্		হ০	০০০	য়্		না	০	০	
II	-া	-া	-া	|	গা	রসা	-া	I	সা	-া	গা	|	গা	মগা	-া	I
	০	০	০		ও	সে০	০		অ	০	মৃ		ত	সা০	০	
I	গা	মা	মা	|	মা	পা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	গ	রে	র্		সু	ধা	০		০	০	০		০	০	০	
I	-ণা	-ধা	-পা	|	-মা	-পা	-গা	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-া	|	রগা	গা	-া	I	গা	গা	মা	|	পা	পা	-ণা	I
	০	০	০		সু০	ধা	০		খা	ই	লে		জী	বে	র্	
I	ধা	ধপা	-া	|	পা	মা	পা	I	পমা	-া	মা	|	গা	-া	-া	I
	ক্ষু	ধা০	০		তৃ	ষ্	না		র০	০	য়্		না	০	০	
I	-া	-া	-া	|	গা	রসা	-া	I	সা	-া	গা	|	গা	গা	-া	I
	০	০	০		ও	সে০	০		অ	০	মৃ		ত	সা	০	
I	গা	মা	মা	|	মা	পা	-া	I	-পা	-ধা	-না	|	-া	-া	-া	I
	গ	রে	র্		সু	ধা	০		০	০	০		০	০	০	
I	-নর্রা	-র্সা	-না	|	-ধা	-পা	-ধা	I	-পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	০০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-া	|	পা	মা	-পা	I	গা	গা	মা	|	পা	পা	-ণা	I
	০	০	০		সু	ধা	০		খা	ই	লে		জী	বে	র	

I	ধা	ধপা	-া	|	পা	মা	গা	**I**	পমা	-া	মা	|	গা	-া	-া	**I**
	ক্ষু	ধা০	০		তৃ	ষ্	না		র০	০	য়		না	০	০	
I	{-া	-া	-া	|	গা	গা	মা	**I**	পা	পা	-র্সা	|	র্সা	র্সা	র্সা	**I**
	০	০	০		ফ	কি	র্		লা	ল	ন্		ম	র্	ল	
I	র্সনা	না	র্রা	|	র্সা	র্সা	-না	**I**	না	-র্রা	-র্সর্রা	|	-নর্সা	-া	-না}	**I**
	জ০	ল্	পি		পা	সা	য়		রে	০	০০		০০	০	০	
I	{-া	-া	-া	|	-া	না	না	**I**	র্সা	র্সা	র্রা	|	র্সা	না	-র্সা	**I**
	০	০	০		০	কা	ছে		থা	ক্	তে		ন	দী	০	
I	ধনা	না	ধপা	|	-া	ধা	পা	**I**	মা	গা	গা	|	মা	পা	পা	**II II**
	মে০	ঘ্	না০		০	যা	র্		আ	প	ন্		খ	ব	র্	

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান

তাল: দাদরা

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি ॥
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা, কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে ॥
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ॥
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ॥
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি ॥

\+ ০ + ০ + ০ + ০

II সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা া I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
ধ ন ০ ধা ০ ন্য পু ০ ষ্প ভ রা ০ আ মা ০০ দের্ এ ই ব সু ০ ন্ধ রা ০

I মা মা -া | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | -ধা পমা-গা I মা মা -া | ধা পধা-র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
তা হা র্ মা ঝে ০ আ ছে ০ দেশ্ এ ক্ স ক ল্ দে শে০ র্ সে রা ০ ০ ও সে

I র্সা া র্সা। ণা ণধা পা I ধা ধা পা । মা গা -া I সা গা গা । মা পা ধপা I মগা মা া । -া -া -া I
স্ব ০ প্ন দি য়ে ০ তৈ ০ রি সে দে শ্ স্মৃ তি ০ দি য়ে ০ ঘে রা ০ ০ ০ ০

I র্সার্সা-া । র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সা -া । ণা ধা ণা I পধা পা -া । ধা পধা র্সণা I ণা ণা -া । -া -া -া I
এ ম ন্ দে শ্ টি কো থা ও খুঁ জে ০ পা বে ০ না কো ০ তু মি ০ ০ ০ ০

I র্রা র্সা -া । ণা ধা -া I পা -ধা পা । মা গা -া I সা গা -া । মা -র্রা র্রা I র্রা র্রা -া । -া র্সর্রা র্সা I
স ক ল্ দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০ আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে যে

I ণা ধা ণা । পধা র্সণা ণার্রা I রা রা -া । -া রা গা I সা গা -া । মা -পা ধপা। মগা মা-া। -া -া -া II
আ মা র জ ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে যে আ মা র জ ন্ ম০ ভূ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া -সা | মা -া মা I মা -া -মা | মা মা া I মা মা -গপা | পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
চ ন্ দ্র সূ ০ র্য গ্র হ ০ তা রা ০ কো থা ০য়্ উ জ ল্ এ ম ন্ ধা রা ০

I মগা মা -া | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | ধা পমা-গা I মা মা -া | ধা পধা র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
কো থা য় এ ম ন্ খে লে ০ ত ড়ি ত্ এ ম ন্ কা লো ০ মে ঘে ০ ০ তা র্

I র্সা র্সা -া।ণা ণধা -পা I ধা ঁধা পা । মা গা -া I সা গা -া । মা পা ধপা I মগা মা া । -া -া -া I
পা খি র্ ডা কে ০ ঘু মি য়ে উ ঠি ০ পা খি র্ ডা কে ০ জে গে ০ ০ ০ ০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা -া I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা -া পা | পক্ষা ধপা -া I
এ ত ০ স্নি ০ গ্ধ ন দী ০ কা হা র্ কো থা য় এ ম ন্ ধূ ০ ম্র পা হা ড়্

I মগা মা -া | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | ধা পমা গা I মা মা -া | ধা পধা র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
কো থা য় এ ম ন্ হ রি ত্ ক্ষে ত্র ০ আ কা শ্ ত লে ০ মে শে ০ ০ এ মন্

I র্সা া -র্সা। ণা ণধা পা I ধা ঁধা পা । মা গা -া I সা গসা -গা । মা পা ধপা I মগা মা া । -া -া -া I
ধা নে র্ উ প র ঢে উ খে লে যা য় বা তা স্ কা হা র্ দে শে ০ ০ ০ ০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা -া সা | মা -া মা I মা -া মা | মা মা া I মা মা গপা | পা -া পা I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
পু ০ ষ্পে পু ০ ষ্পে ভ রা ০ শা খী ০ কু ০ ঞ্জে কু ০ ঞ্জে গা হে ০ পা খী ০

I মগা -া মা | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | ধা পমা গা I মা -া মা | ধা পধা র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
গু ০ ঞ্জ রি য়া ০ আ সে ০ অ লি ০ পু ০ ঞ্জে পু ঞ্জে ০ ধে য়ে ০ ০ তা রা

I র্সা া -র্সা।ণা ণধা -পা I ধা ঁধা পা । মা গা -া I সা গসা -গা । মা পা ধপা I মগা মা া । -া -া -া I
ফু লে র্ উ প র্ ঘু মি য়ে প ড়ে ০ ফু লে র্ ম ধু ০ খে য়ে ০ ০ ০ ০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

II সা সা -া | মা মা -া I মা -া মা | মা মা -া I মা মা -গপা | -পা পা -া I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
ভা য়ে র্ মা য়ে র্ এ ত ০ স্নে হ ০ কো থা য় গে লে ০ পা বে ০ কে হ ০

I মগা মা -া | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | ধা পমা গা I মা -া মা | ধা পধা -র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা -া I
ও মা ০ তো মা র্ চ র ন্ দু টি ০ ব ০ ক্ষে আ মা র্ ধ রি ০ ০ আ মার্

I র্সা -া র্সা। ণা ণধা পা I ধা ঁধা পা । মা গা -া I সা গসা গা । মা পা ধপা I মগা মা া । -া -া -া I
এ ই দে শে তে ০ জ ০ ন্ম যে ন ০ এ ই দে শে তে ০ ম রি ০ ০ ০ ০

I এমন দেশটি.... আমার জন্মভূমি II

* গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি নাট্যসংগীত 'সাজাহান' নাটকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও এই গানটিতে মূলত আমাদের দেশের নৈসর্গিক রূপ বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গণমানুষের কণ্ঠে সর্বাধিক গীত গানগুলোর মধ্যে এই গানটি অন্যতম।

রজনীকান্ত সেনের গান

তাল: দাদরা

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের, তার বেশি আর সাধ্য নাই ॥
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষে চাই ॥
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা কিনে করলি ঘর বোঝাই ॥
আয়রে আমরা মায়ের নামে, এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই–
'পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিস' পাই ॥

\+ ০ \+ ০

II { না সা -া । গা গা -মা I পা পা -া । (ঁনা না -া I
মা য়ে র্ দেও য়া ০ মো টা ০ কা প ড়্

I ঁর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -না I ধা -না ধা । পা -া -া I
মা থা য়্ তু লে ০ নে ০ রে ভা ০ ই

I পা -া ধা । ধর্সা ণা -ধা I পা -ধা পা । মা গা -া I
দী ন্ দু খি০ নী ০ মা ০ যে তো দে র্

I গা -রা গা । গমা -পধাঃ পঃ I গা -া রা । ঁসা -া -া} II
তা র্ বে শী০ ০০ আর্ সা ০ ধ্য নাই ০ ০

পা -া II {মা পা -া । না না -র্সা I র্সা -া র্সা । র্সা না -া I
ও ই মো টা ০ সূ তো র্ স ং গে মা য়ে র্

I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা ঁর্সা I না -া না । র্সা (পা -া)} I -পা পা I
অ পা র্ স্নে হ ০ দে খ্ তে পাই ও ই আম্ রা

I পা -া ধর্সা । র্সা ণা -ধা I পা -ধা পা । মা গা -া I
এ ম্ নি০ পা ষা ণ্ তা ই ফে লে ও ই

I গা গা -মা । গমা -পা মা I গা -া রা । সা -া -া II
প রে র্ দো০ ০ রে ভি ০ ক্ষে চা ০ ই

পা -া II {মা া পা । না না -র্সা I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -না I
ও ই দুঃ ০ খী মা য়ে র্ ঘ রে ০ তো দে র্

I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা -র্রা I ঁনা -া না । র্সা (পা -া)} I পা পা I
স বা র্ প্র চু র্ অ ন্ ন নাই ও ই ত বু

I পা -া ধা । র্সা ণধা -পা I পা মা -পা । মা গা -া I
তা ই বে চে কাঁ০ চ্ সা বা ন্ মো জা ০

I গা গা -মা । পা -া মা I গা -রা গা । ঁসা -া -া II
কি নে ০ ক র্ লি ঘ র্ বো ঝা ০ ই

-া -া II পমা -পা পা । ঁনা না -র্সা I না র্সা -া । র্সা র্সা -না I
০ ০ আ০ য়্ রে আ ম্ রা মা য়ে র্ না মে ০

I র্সা -া র্গা । র্রা -া র্সা I না -া না । র্সা -া -া} I
এ ই প্র তি ০ জ্ঞা ক র ব ভা ০ ই

I পা পা -ধা । ধর্সা ণা -ধা I পা -ধা পা । মা গা গা I
প রে র্ জি০ নি স্ কি ন বো না য দি

I গা গা -া । পা মা -া I গা গা -রা । সা -া -া II II
মা য়ে র্ ঘ০ রে র্ জি নি স্ পা ০ ই

* ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উত্তাল দেশ। আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গানটি রচনা করেন রজনীকান্ত সেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এই গানটির।

অতুলপ্রসাদ সেনের গান

তালঃ দাদরা

মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা ॥

কী যাদু বাংলা গানে–
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা,
আনল দেশে ভক্তিধারা–
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা ? ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন–
ওই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা ॥

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে–
তোমার চরণ-তীর্থে মা গো জগত করে যাওয়া-আসা ॥

ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাক্‌নু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা ॥

II { সন্‌া সা -া । গা গা -া I গা গা -মা । মা পা -ধা I
মো০ দে র্ গ র ব্ মো দে র্ আ শা ০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -া } I
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০

[মগা]
I { মা মা -পা । পা পা -দা I পা পা -দা । পা ণদা -পমা I
তো মা র্ কো লে ০ তো মা র্ বো লে০ ০০

I মা মা -পা । মপা -মা গা I সা গা -া । মা পা -ধা I
ক ত ই শা০ ন্ তি ভা লো ০ বা সা ০

I -মপা -া (-া । -া -া -া)} I মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

২০২৬

II -া -া মা । পা না -া **I** {না -র্সা র্সা । র্সা র্রর্সা -না **I**
ও ও কী যা দু ও বা ঙ্ লা গা নে০ ও

[র্সর্রর্গা]
I র্সা -া র্সর্গা । র্রা র্সা -র্রর্সনা **I** না না া । র্সা র্সা -র্রা **I**
গা ন্ গে০ য়ে দাঁ ০০ড়্ মা ঝি ও টা নে ও

I {(-নর্সা -া মা । পা না া)} **I** -নর্সা -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা **I**
০০ ও কী যা দু ও ০০ ও গে য়ে০ গা ০০ন্

I র্সর্রা র্সা -ণা । ধা পমা -া **I** পা -পধণা ণা । ণধা পাঃ -ধপঃ **I**
না০ চে ও বা উ০ ল্ গা ০০ন্ গে য়ে০ ধা ০ন্

I মপা মগা -া । (মা পা -া **I** -া -া র্সা । র্সনা র্সা -নর্সর্রা)} **I** মা গমা -পদা **I**
কা০ টে০ ও চা ষা ও ও ও গে য়ে০ গা ০০ন্ চা ষা০ ০০

I মপা -া মা । গা রসা -রা **I** গা -া মগা । রা সা -রসা **II**
০০ ও আ ম রি০ ও বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

II -া -া মা । পা না না **I** {না সা -া । র্সা র্রর্সা -না **I**
ও ও ঐ ভা ষা তেই নি তা ই গো রা০ ও

[র্সর্রর্গা]
I র্সা -া র্সর্গা । র্রা র্সা -র্রর্সনা **I** না না -া । র্সা র্সা -র্রা **I**
আ ন্ ল০ দে শে ০০০ ভ ক্ তি ধা রা ও

I (-নর্সা -া মা । পা না না)} **I** -নর্সা -া র্সা । র্সনা র্সা -নর্সর্রা **I**
০০ ও ঐ ভা ষা তেই ০০ ও আ ছে০ ক ০০ই

I {র্সর্রা র্সা -ণা । ধা পমা -া **I** পা -পধণা ণা । ণধা -পা ধপা **I**
এ০ ম ন্ ভা ষা০ ও এ ম০০ ন্ দু০ ক্ খ০

I মপা মগা গা । (মা পা -া **I** -া -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা)} **I** মা গমা -পদা **I**
শ্রা০ ০ন্ তি না শা ও ও ও আ ছে০ ক ০০ই না শা০ ০০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা **I** গা -া মগা । রা সা -রসা **II**
০০ ও আ ম রি০ ও বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

II -া -া মা । পা না না **I** {না র্সা র্সা । র্সা র্রর্সা -না **I**
ও ও বিদ্ দা প তি চ ণ্ ডী গো বি০ ন

[সর্রর্গা]
I সা -া সর্গা । রা সা -র্রসনা I না না -া । সা সা -র্রা I
হে ম্ ম০ ধু ব ০০ঙ্ কি ম ০ ন বী ০

I (-নর্সা -া মা । পা না না) } I -নর্সা -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা I
০০ ন্ বিদ্ দাঁ প তি ০০ ন ঐ ফু০ লে রি০০

I {র্সর্রা র্সা -ণা । ধা পমা -া I পা -পধণা ণা । ণধা পা -ধপা I
ম০ ধু র্ র সে০ ০ বাঁ ০০ধ্ ল সু০ খে ০০

I মপা মগা -া । (মা পা -া I -া -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা)} I মা গমা -পদা II
ম০ ধু র্ বা সা ০ ০ ০ ঐ ফু০ লে রি০০ বা সা০ ০০

I মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

II {মা পা পা । না না -া I না র্সা -া । র্সা র্রর্সা -না I
বা জি রে র বি ০ তো মা র্ বী ণে০ ০

[সর্রর্গা]
I সা -া সর্গা । রা সা -র্রসনা I না না -া । সা সা -র্রা I
আ ন্ ল০ মা লা ০০০ জ গ ত্ জি নে ০

I (-নর্সা -া -া । -া -া -া)} I -নর্সা -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ তো মার্ চ র০ণ্

I {র্সর্রা র্সা -ণা । ধা পমা -া I পা পধণা -া । ণধা পা -ধপা I
তী০ র্ থে আ জি০ ০ জ গ০ ত্ ক০ রে ০০

I মপা মগা -া । (মা পা -া I -া -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা)} I মা গমা -পদা II
যাও য়া০ ০ আ সা ০ ০ ০ তো মার্ চ র০ণ্ আ সা০ ০০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

II -া -া মা । পা না না I {না র্সা -া । র্সা র্রর্সা -না I
০ ০ ঐ ভা ষা তেই প্র থ ম্ বো লে০ ০

[সর্রর্গা]
I র্সা -া সর্গা । র্রা র্সা -র্রসনা I না -া না । র্সা র্সা -র্রা I
ডা ক্ নু০ মা য়ে ০০০ মা ০ মা ব লে ০

I (-নর্সা -া মা । পা না না)} I -নর্সা -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা I
০০ ০ ঐ ভা ষা তেই ০০ ০ ঐ ভা০ ষা তে০ই

I {র্সর্রা -র্সা ণা । ধা পমা -া I পা -পধণা ণা । ণধা পা -ধপা I
ব০ ল্ ব হ রি০ ০ সা ০০ঙ্ গ হ০ লে ০০

I মপা মগা -া । (মা পা -া I -া -া র্সা । র্সনা র্সা নর্সর্রা)} I মা গমা -পদা I
কাঁ০ দা০ ০ হা সা ০ ০ ০ ঐ ভা০ ষা তে০ই হা সা০ ০০

I -মপা -া মা । গা রসা -রা I গা -া মগা । রা সা -রসা II II
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

* প্রথম বাঙালি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার অর্জনের প্রেক্ষিতে ১৯১৩ সালে গানটি রচিত হয়। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে এই গানটি ছিল ভাষা সৈনিকদের প্রেরণার উৎস।

দেশাত্মবোধক গান

কথা: ফজল-এ-খোদা
সুর: ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান

তাল: দ্রুত দাদরা

যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে
যে দেশেতে কলমি কমল কনক হয়ে হাসে
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

যে দেশেতে বজরা পানসি উজান ভাটি চলে,
যে দেশেতে মাঝি মাল্লা নতুন কথা বলে,
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

যে দেশেতে নদ নদীরা এক সাগরে মেশে
আমরা সবাই নিত্য খুশি সে দেশ ভালবেসে ।

যে দেশেতে কাঁখের কলসী নদীর ঘাটে আসে,
যে দেশেতে খুশির জোয়ার সকল বারো মাসে,
সেই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশ ॥

	+				০				+				০			
II	{সা	-া	গা	।	গা	(গা	-মা)	I	মা	-া	পা	।	পা	পা	-া	I
	যে	০	দে		শে	তে	০		শা	প্	লা		শা	লু	ক্	
I	পা	(পা	-ধা)	।	না	ধপা	-া	I	ধা	পমা	-া	।	-া	-া	-া	I
	ঝি	লে	র্		জ	লে০	০		ভা	সে০	০		০	০	০	
I	মরা	-া	মা	।	মা	(মা	-পা)	I	মপা	-া	পা	।	পা	পা	-া	I
	যে০	০	দে		শে	তে	০		ক০	ল্	মি		ক	ম	ল্	
I	পা	(পা	-ধা)	।	না	ধপা	-া	I	ধা	পা	-া	।	-া	-া	-া	I
	ক	ন	ক্		হ	য়ে০	০		হা	সে	০		০	০	০	
I	পা	পা	ধা	।	না	র্সা	-র্সা	I	(নর্সা	-না)	পা	।	ধা	পমা	-া	I
	সে	ই	আ		মা	দে	র্		জ০	ন্	ম		ভূ	মি০	০	
I	পধা	-া	ধা	।	ধা	(ধা	-পা)	I	পা	-া	পা	।	(পা	-সা)	-া	I
	মা০	০	তৃ		ভূ	মি	০		বা	ং	লা		দে	শ	০	

I {ধর্সা া র্সা । না I

I সরা -া রা । সা -া -া I (মধা -া ধা । পা) -া -া I
বা০ ং লা দে ০ শ বা ং লা দে ০ শ

I -া -া -া । -া -া া-} II
০ ০ ০ ০ ০ ০

II {গা -া পা । ধা (ধা -র্সা) I র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা I
যে ০ দে শে তে ০ ব জ রা পা ন্ সি

I র্সা (র্সা -র্রা)। র্গা (র্রা -র্সা I র্রা র্সা -া । -া -া -া I
উ জা ন ভা টি ০ চ লে ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্রা । র্রর্মা র্গা -া I র্রা -া র্সা । না -া ধা I
যে ০ দে শে০ তে ০ মা ০ ঝি মা ল্ লা

I রা (ধা -না) । র্সা র্না -া I ধা পা -া । -া -া -া}II
ন তু ন ক থা ০ ব লে ০ ০ ০ ০

II {ধ্ণা -া ণ্া । ণ্া ণ্া -া I ণ্া -া সা । সা সা -া I
যে০ ০ দে শে তে ০ ন দ্ ন দী রা ০

I সা -া রা । গা রসা -া I রা -া সণ্া । -া -া -া I
এ ক্ সা গ রে০ ০ মে ০ শে০ ০ ০ ০

I সা -া রা । রমা মা -া I মা -া মা । মা (মপা মা) I
আ ম্ রা স০ বা ই নি ত্ ত খু শী০ ০

I গা (গা -মা) । গা রসা -া I রা গা -া । -া -া -া I
সে দে শ্ ভা ল০ ০ বে সে ০ ০ ০ ০

I রা (রা -মা)। গা রসা -া I সা -া -সা । -া -া -া I
সে দে শ্ ভা ল০ ০ বে সে ০ ০ ০ ০

II {গা -া পা । ধা (ধা -র্সা) I র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা I
যে ০ দে শে তে ০ কাঁ খে র্ ক ল্ সী

I র্সা (র্সা -র্রা) । র্গা র্রর্সা -া I র্রা র্সা -া । -া -া -া I
ন দী র্ ঘা টে০ ০ আ সে ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্রা । র্রর্মা র্গা -া I র্রা র্সা -র্সা । না নধা -া I
যে ০ দে শে০ তে ০ খু শী র্ জো য়া০ র

I ধা (ধা -না) । র্সা না -া I ধা পা -া । -া -া -া II II
স ক ল বা রো ০ মা সে ০ ০ ০ ০

দেশাত্মবোধক গান

কথা: মাসুদ করিম
সুর: ধীর আলী মিয়া
তালঃ দাদরা

ধানে ভরা গানে ভরা
আমার এদেশ ভাই
ফুলে ভরা ফলে ভরা
এমন দেশ আর নাই।
রাখাল যেমন বাজায় বাঁশি
রাখালী গায় বারোমাসী
এমন জারি-সারি-ভাটিয়ালী
কোথায় গেলে পাই ॥
আমি দেশের ক্ষেতখামারে
আশার স্বপন গড়ি
মাঠের সোনা ঘরে তুলে
আমি গোলা ভরি।
এই দেশেতে জন্ম আমার
সেই তো জানি গর্ব আমার
এসো এই দেশেরই তরে মোরা
জীবন দিয়ে যাই।

	+				০				+				০			
II	{রমা	মা	-া	|	পা	ধা	-মা	I	মা	মা	-া	|	রা	সা	-া	I
	ধা০	নে	০		ভ	রা	০		গা	নে	০		ভ	রা	০	
I	রমা	মা	-া	|	পা	ধা	-পা	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ০	মা	র		এ	দে	শ		ভা	০	০		০	০	ই	
I	র্সা	র্র্সা	-এ	|	না	না	-া	I	ধা	^নধা	-া	|	ধা	ধমা	-পা	I
	ফু	লে০	০		ভ	রা	০		ফ	লে০	০		ভ	রা০	০	
I	ধা	ধা	-া	|	পা	মা	-া	I	মা	-া	-পমা	|	-রা	-সা	-া	I
	এ	ম০	ন		দেশ	আ	র		না	০	০০		০	০	ই	
I	রগা	গা	-া	|	মা	ধপা	-া	I	মা	-া	-া	|	-া	-া	-া}	II
	এ০	মন	ন		দেশ	আ০	র		না	০	০		০	০	ই	

২০২৫

II {ধা সা -া | রা রা -জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা -া I
রা খা ল যে মন বা জা য় বাঁ০ ০ ০০ ০

I জ্ঞা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -র্মজ্ঞা -র্রা -া I
শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০

I র্রা র্রা -জ্ঞা | র্রা র্সা -ণা I না না -া | র্সর্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা I
রা খা ০ লী গা য় বা রো ০ মা০ ০ ০

I র্সর্রা -া -র্সা | -া -া -া} I -া -া -া | {র্সা র্রা -া I
সী০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ ম ন

I র্রর্মা র্মা -া | র্মা র্পর্মা -া I র্জ্ঞা র্মজ্ঞা -া | র্রা -র্রা -র্সা I
জা০ রি ০ সা রি০ ০ ভা টি০ ০ য়া লী ০

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া I ণা -া -া | -ধণধা -পা -া I
কো০ থা য় গে লে ০ পা ০ ০ ০০০ ০ ই

I পণা ণা -া | ধা পা -া I মা -া -া} | -া -া -া II
এ ম ন দেশ আ র না ০ ই ০ ০ ০

II সা সা -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা মা I মা -া মা | মা মপা দা I
আ মি ০ দে শে র ক্ষে ত্ খা মা রে০ ০

I দা দা -া | পা মা -জ্ঞা I মা -া -া | মা রদা -া I
আ শা র স্ব প ন গ ০ ০ ড়ি ০ ০

I দা দা -া | পা মা -জ্ঞা I মা -া -া | মা রদা -া I
আ শা র স্ব প ন গ ০ ০ ড়ি ০ ০

I মা ধা -া | ণা ণা -র্সা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
মা ঠে র সো না ০ ঘ রে ০ তু লে ০

I র্সা র্রর্সা -া | ণা ধা -া I ণা -া -া | ণা -সা -ধা I
আ মি০ ০ ০ গো লা ০ ভ ০ রি ০ ০

I ধা ণধা -া | পা মা -জ্ঞা I মা -া -া | মা -া -া} II
আ মি০ ০ গো লা ০ ভ ০ ০ রি ০ ০

II ধা -া র্সা | র্রা র্রা -জ্ঞা I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্মা র্রর্জ্ঞা -া I
এ ই দে শে তে ০ জ ন্ ম আ০ ০০ ০

I র্জ্ঞা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া র্রা | -র্জ্ঞা -র্রা -র্জ্ঞা I -র্সর্রা -া -র্সা | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ র

I -া -া -া | -া -া -া I র্রা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সা -ণা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ সে ই তো জা নি ০

I ণা -া ণা | র্সর্জ্ঞা -র্রা -র্জ্ঞা I র্সর্রা -া -র্সা | -া -া -া I
গ র্ ব আ০ ০ ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I ধা -া র্সা | র্রা র্রা -র্জ্ঞা I
০ ০ ০ ০ ০ র এ ই দে শে তে ০

I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্মা -র্রর্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা -া -া | -া -া -া I
জ ন্ ম আ০ ০০ ০ মা ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -র্মর্জ্ঞা -র্রা -া I র্রা -া -র্জ্ঞা | র্রা র্সা -ণা I
০ ০ ০ ০ ০ র এ ই তো জা নি ০

I ণা -া ণা | র্সর্জ্ঞা -র্রা -র্জ্ঞা I র্সর্রা -া -র্সা | -া -া -া I
গ র্ ব আ০ ০ ০ মা০ ০ ০ ০ ০ র

I -া -া -া | {র্সা র্রা -া I র্রর্মা -া র্মা | র্মা র্পর্মা -া
০ ০ ০ এ সো ০ ত০ ই দে শে রি০ ০

I র্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা -া | র্রা র্রা -সা I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া I
ত রে০ ০ মো রা ০ জী০ ব ন দি য়ে ০

I ণা -া -া | -ধণধা -া -া I পণা ণা -া | ধা পা -া I
যা ০ ০ ০০০ ০ ই এ০ ম ন দেশ আ র

I মা -া -া} | -া -া -া II II
না ০ ই ০ ০ ০

দেশাত্মবোধক গান

কথা: মনিরুজ্জামান মনির

সুর: আলাউদ্দিন আলী

তাল: দাদরা

সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি
ও আমার বাংলাদেশ
প্রিয় জন্মভূমি ॥

জলসিঁড়ি নদী তীরে
তোর খুশির কাঁকন যেন বাজে
ও কাশবনে ফুলে ফুলে
তোর মধুর বাসর বুঝি সাজে
তোর একতারা হায় করে বাউল
আমায় সুরে সুরে ॥

আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে
তোর রাখাল হৃদয় জানি হাসে
ও পদ্ম কাঁপা দীঘি-ঝিলে
তোর সোনার স্বপন খেয়া ভাসে
তোর এই আঙিনায় ধরে
রাখিস আমায় চিরতরে ॥

II	সা	-া	সা	|	রা	গা	-া	I	মা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	সূ	র্	যো		দ	য়ে	০		তু	মি	০		০	০	০	
I	পা	-া	ধা	|	-পা	মা	গা	I	রা	মা	-া	|	-া	-া	-া	I
	সূ	র্	যা		স্	তে	ও		তু	মি	০		০	০	০	
I	{ -া	-া	গা	|	-া	মা	-গা	I	রা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	০	০	ও		০	আ	০		মা	০	০		০	০	০	
I	-গা	-মা	মা	|	মা	মা	-া	I	মা	-া	-া	|	-া	-া	-মা	I
	০	র্	বা		ং	লা	০		দে	০	০		০	০	শ্	

I গা গা -মগা | রা -া গা I রা সা -া | -া -া -া || } II
প্রি য় ০০ জ ন্ ম ভূ মি ০ ০ ০ ০

II পা -া -া | মা গা -া I -া -া -া | -া -া -া I
জ ০ ল্ সি ড়ি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -া | মা গা -া I -া -া -া | মা -া -পা I
ন দী ০ তী রে ০ ০ ০ ০ তো ০ র্

I পা -ধা ধা | -া ধা -ণা I [পধা -া -পা | মা গা -া I
খু ০ শি র্ কাঁ ০ ক ০ ন্ যে ন ০

I রা -া -া | রা -া -া I -া -া গা | -রা -সা -রা I
বা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০

I পা -া -া | মা গা -া I -া -া -া | -া -া -া I
কা ০ শ্ ব নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -া | মা গা -া I -া -া -া | মা -া -পা I
ফু লে ০ ফু লে ০ ০ ০ ০ তো ০ র্

I পা -ধা ধা | -া ধা -ণা I [পধা -া -পা | মা গা -া I
ম ০ ধু র্ বা ০ শ ০ র্ বু ঝি ০

I রা -া -া | রা -া -া I -া -া -া | -রা -া -গা I
সা ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ র্

I মা -া মা | -া মা -পা I গমা -া -গা | সা সা -রা I
এ ক্ তা ০ রা ০ হা ০ য় ক রে ০

I রা -গা গা | -গা গা -মা I রগা -া -রা | সা না -া I
বা ০ উ ল্ আ ০ মা ০ য় সু রে ০

I ধা -া -া | ধা -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
সু ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II	পা	পা	-া	|	মা	গা	-া	**I**	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	**I**
	আঁ	কা	০		বাঁ	কা	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া	|	মা	গা	-া	**I**	-া	-া	-া	|	মা	-া	-পা	**I**
	মে	ঠো	০		প	থে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা	|	-া	ধা	-ণা	**I**	[ণধা	-া	-পা	|	মা	গা	-া	**I**
	রা	০	খা		ল্	হ্ম	০		দ	০	য়		জা	নি	০	
I	রা	-া	-া	|	রা	-া	-া	**I**	-া	-া	গা	|	-রা	-সা	-রা	**I**
	হা	০	০		সে	০	০		০	০	ও		০	০	০	
I	পা	-া	পা	|	মা	গা	-া	**I**	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	**I**
	প	০	দ্ম		কাঁ	পা	০		০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-া	|	মা	গা	-া	**I**	-া	-া	-া	|	মা	-া	-পা	**I**
	দী	ঘি	০		ঝি	লে	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	পা	-ধা	ধা	|	-া	ধা	-ণা	**I**	[ণধা	-া	-পা	|	মা	গা	-া	**I**
	সো	০	না		র্	স	০		প	০	ন্		খে	য়া	০	
I	রা	-া	-া	|	রা	-া	-া	**I**	-া	-া	-া	|	-রা	-া	-গা	**I**
	ভা	০	০		সে	০	০		০	০	০		তো	০	র্	
I	মা	-া	মা	|	-া	মা	-পা	**I**	ণমা	-া	-গা	|	সা	সা	-রা	**I**
	এ	ই	আ		০	ঙি	০		না	০	য়		ধ	রে	০	
I	রা	-গা	-গা	|	-গা	গা	-মা	**I**	রগা	-া	-রা	|	সা	না	-া	**I**
	রা	০	খি		স্	আ	০		মা	০	য়		চি	র	০	
I	ধা	-া	-া	|	ধা	-া	-া	**I**	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	**II II**
	ত	০	০		রে	০	০		০	০	০		০	০	০	

দেশাত্মবোধক গান

কথা ও সুর: আবু জাফর

তাল: কাহারবা

এই পদ্মা এই মেঘনা
এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন
গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ
এ আমার প্রেম
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে
কত আনন্দ বেদনায়
মিলন বিরহ সংকটে ॥

এই মধুমতি ধান সিঁড়ি নদীর তীরে
নিজেকে হারিয়ে যেন
পাই ফিরে ফিরে
এক নীল ঢেউ কবিতার প্রচ্ছদ পটে
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে ॥

এই পদ্মা এই মেঘনা
এই হাজার নদীর অববাহিকায়
এখানে রমনীগুলো নদীর মত
নদী ও নারীর মত কথা কয়।

এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে'
নির্ভয় নীল আকাশ রয়েছে নুয়ে'
যেন হৃদয়ের ভালবাসা হৃদয়ে ফুটে
আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে ॥

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>সা</td><td>-সা</td><td>II</td><td>মা</td><td>-া</td><td>মা</td><td>-া</td><td>|</td><td>-া</td><td>-া</td><td>মা</td><td>-গা</td><td>I</td><td>পা</td><td>-া</td><td>পা</td><td>-া</td><td>|</td><td>-া</td><td>-া</td><td>পা</td><td>-মা</td><td>I</td></tr>
<tr><td>এ</td><td>ই</td><td></td><td>প</td><td>০</td><td>দ্মা</td><td>০</td><td></td><td>০</td><td>০</td><td>এ</td><td>ই</td><td></td><td>মে</td><td>ঘ্</td><td>না</td><td>০</td><td></td><td>০</td><td>০</td><td>এ</td><td>ই</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>I</td><td>মা</td><td>পা</td><td>ধা</td><td>র্সা</td><td>|</td><td>ধা</td><td>পা</td><td>মা</td><td>গা</td><td>I</td><td>মা</td><td>-া</td><td>মা</td><td>-া</td><td>|</td><td>-া</td><td>-া</td><td>-া</td><td>-া</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>য</td><td>মু</td><td>না</td><td>সু</td><td></td><td>র</td><td>মা</td><td>ন</td><td>দী</td><td></td><td>ত</td><td>০</td><td>টে</td><td>০</td><td></td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td></td></tr>
</table>

I র্সা র্সা র্সা র্সর্রা । র্সা ণা ধা -পা I পা -ণা ণা ধা । ধা -া -া -া I
আ মা র রা০ খা ল্ ম ন গা ন্ গে য়ে যা ০ ০ য়্

I মা পা ধা -পণা । ণা -া -া -ণা I মা পা ধা পধা । ধা -া -া -া I
এ আ মা ০র্ দে ০ ০ শ্ এ আ মা ০র্ প্রে ০ ০ ম্

I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I
আ ন ন্ দ০ বে দ না ০য়্ ০ মি ল নবি র হ সং ০

I মা -া -া মা । -া -া মা মগা I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I
ক ০ ০ টে ০ ০ ক ত০ আ ন ন্ দ০ বে দ না ০য়্

I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I মা -া -া -া । -া -া সা -সা I
০ মি ল নবি র হ সং০ ০ ক ০ ০ টে ০ ০ এ ই

I মা -া মা -া । -া -া মা গা I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I
প ০ দ্মা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ্ না ০ ০ ০ এ ই

I মা পা ধা র্সধা । র্ধা পা মা গা I মা -া মা -া । -া -া -া -া II
য মু না সু০ র মা ন দী ত ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

ধা -ণা I
এ ই

II র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা র্গা I র্রা র্রা -া র্রা । র্রর্সা -ণা -া -া I
ম ধু ম তি ধা ন সিঁ ড়ি ন দী র্ তী রে০ ০ ০ ০

I ণা ণা ণা ণা । ণা ণা র্সা র্রা I র্সা -র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা মা পা I
নি যে কে হা রি য়ে যে ন পা ই ফি রে ফি রে এ ক্

I ধণা -া ণা ণা । ণা ণা র্সা র্রা I র্সা -ণা ণা ণা । ধা ধা -া -া I
নী ল্ ঢে উ ক বি তা র প্র চ্ ছ দ প টে ০ ০

I গা মা পা গা । গা মা পমগা -া I -া গা মা পমাঃ । ধা ধা পমা -া I
আ ন ন দ বে দ না০০ য়্ ০ মি ল নবি র হ সং০ ০

I মা -া মা -া । -া -া সা -সা I মা -া মা -া । -া -া মগা -া I
ক ০ টে ০ ০ ০ এ ই প ০ দ্মা ০ ০ ০ এ০ ই

I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I মা পা ধা র্সধা । ধা পা মা গা I
মে ঘ্ না ০ ০ ০ এ ই য মু না সু০ র মা ন দী

I মা -া মা -া । -া -া -া -া II
ত ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

-া -া সা -সা I
০ ০ এ ই

II মা -া মা -া । -া -া মা -মরা I রা -া রা -া । -া -া রা সা I
প ০ দ্মা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ্ না ০ ০ ০ এ ই

I সা সা সগা গা । গা -া গা রা I মা মা -া -া । -া -া -া -া I
হা জা র ন দী র অ ব বা হি কা ০ ০ ০ ০ য়্

I ধা ধা ধা ধা । ধা ধা ণা ণর্সপা I পা পা -া পা । পা গা -া -া I
এ খা নে র ম ণী গু লো ন দী র্ ম ত ০ ০ ০

I সা সপা পা পা । পা ধা ণা ধপা I পধা পধা মা -া । -া -া ধা -ণা I
ন দী০ ও না রী র ম ত০ ক০ থা০ ক ০ ০ য়্ এ ই

II র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা -র্গা I র্রা -র্রা -া র্রা । র্রর্সণা -া -া -া I
অ বা রি ত স বু জে র্ প্রা ন্ ত ছুঁ য়ে০০ ০ ০ ০

I ণা -ণা ণা -ণা । ণা ণা র্সা -র্রা I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -র্সা মা পা I
নি র্ ভ য়্ নী লা কা শ্ র য়ে ছে নু য়ে ০ যে ন

I ধা ধণা ণা -ণা । ণা ণা র্সা র্রা I র্সা র্সা ণা ণা । ধা -া -া -া I
হৃ দ০ য়ে র্ ভা ল বা সা হৃ দ য়ে ফু টে ০ ০ ০

I গা মা -পা পগা । গা মা পা -মগা I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I
আ ন ন দ০ বে দ না ০য়্ ০ মি ল নবি র হ সং ০

I মা মা মা -া । -া -া মা মা I গা মা পা পগা । গা মা পমগা -া I
ক ০ টে ০ ০ ০ ক ত আ ন ন দ০ বে দ না০০ য়

I -া গা মা পমা । ধা ধা পমা -া I মা -া মা -া । -া -া সা -সা I
০ মি ল নবি র হ সং ০ ক ০ টে ০ ০ ০ এ ই

I মা -া মা -া । -া -া মা গা I পা -া পা -া । -া -া পা -মা I
প ০ দ্মা ০ ০ ০ এ ই মে ঘ না ০ ০ ০ এ ই

I মা পা ধা র্সধা । র্সধা পা মা গা I মা -া মা -া । -া -া -া -া II II
য মু না সু০ র মা ন দী ত ০ টে ০ ০ ০ ০ ০

অনুশীলনী

১। একটি স্বদেশ পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করো।

২। একটি প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করো।

৩। পূজা পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও।

৪। কাজী নজরুল ইসলামের একটি দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করো।

৫। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি রণসংগীত পরিবেশন করো।

৬। কাজী নজরুল ইসলামের একটি প্রার্থনামূলক গান পরিবেশন করো।

৭। একটি ভাটিয়ালি গান পরিবেশন করো।

৮। একটি ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করো।

৯। একটি লালনগীতি পরিবেশন করো।

১০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গান গেয়ে শোনাও।

১১। রজনীকান্তসেন রচিত একটি স্বদেশবন্দনামূলক গান পরিবেশন করো।

১২। একটি দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করো।

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

+ ০ + ০
মা পা II গা মা -গমগা । রা -সা -রসা I সণ্া -ধ্া -া । -া ধ্া ণ্া I
আ মার্ সো না র্ বা ০ ০ঙ্ লা ০ ০ ০ আ মি

I সা সরা -গমা । -গমগা রা সা I ণ্া সা -া । -রা -সরগা -রগরা I
তো মা০ ০০ ০০য়্ ভা লো বা সি ০ ০ ০০ ০

II
I -সা -া সা । সা সা -া I রমা মা -া । পা পা -া I
০ ০ চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা ০

I -া -া সা । সা সা -া I রমা মা -া । পা পা -মা I
০ শ্ চি র দি ন্ তো০ মা র্ আ কা শ্

I পা পা -ধণা । ধা পা -মা I পা পা -ধণা । পধা পা -া I
তো মা ০র্ বা তা স্ আ মা ০র্ প্রা ণে ০

I -া -া -া । -া পর্সা র্সর্রা I ণর্সা ণা -া । ধা পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ও মা০ আ মা র্ প্রা ণে ০

I মপা মগা -া । মা গমা -পা II
বা০ জা য়্ বাঁ শি০ ০

-া । -া মা গা I {মা ধা -া । ধা ধা -না I র্সা র্সা -র্রর্গা । র্রা র্সা -র্রর্সা I

০ ও মা ফা গু ০ নে তো র্ আ মে ০র্ ব নে ০০

I না র্সা -নধা । -া ধা না I না র্সা -া । -র্রা র্সর্রর্গা র্রর্গর্রা I

ঘ্রা ণে ০০ ০ পা গল্ ক রে ০ ০ ০০ ০

I -র্সা -া -া । -া (না না I না -া -া । -র্সা -া -া I

০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ য়্

I নর্সা -নর্রা র্সা । ণা ধা -পমা)} I না না I না র্সা র্সা । র্সা র্সা -র্রা I

হা০ ০য়্ রে ও মা ০০ ও মা অ ০ ঘ্রা ণে তো র্

I ণর্সা ণা -া । ধা পা -মা I পা -ণা ণা । ধা পা -া I

ভ রা ০ ক্ষে তে ০ কী ০ দে খে ছি ০

I -া -া -া । -া র্সা র্সর্রা I ণর্সা -া ণা । ধা পা -ধা I

০ ০ ০ ০ আ মি০ কী ০ দে খে ছি ০

I মপা মগা -া । মা গমা -পা II

ম০ ধু র্ হা সি০ ০

সা । সা রসা -ণ্ II ণ্া -া সা । সরসা ণ্ধ্া -া I -া -া ধ্ । ধ্ ধ্ -ণ্া I

কী শো ভা০ ০ কী ০ ছা য়া০ গো০ ০ ০ ০ কী স্নে হ ০

I সা -গা গা । গা গমা -পা I -মপমা -গা গমা । গমগা রসা -রা I

কী ০ মা য়া গো০ ০ ০০০ ০ কী০ আঁ০০ চ ল্

I রগা গা -া । মা পা -ধপা I মা গা -রসা । সা গা -া I

বি০ ছা ০ য়ে ছ ০০ ব টে ০র্ মূ লে ০

I গা মা -গা । রা সা -রসা I ণ্ সা -া । -রা সরগা -রগরা I

ন দী র্ কূ লে ০০ কূ লে ০ ০ ০০ ০০০

I -সা -া -া । -া মা গা I মা ধা -া । ধা ধা -না I

০ ০ ০ ০ মা তোর্ মু খে র্ বা ণী ০

I{ র্সা র্সা -র্রর্গা । র্রা র্সা -রর্সা I না র্সা -র্নধা । -া ধা না I

আ মা ০র্ কা নে ০০ লা গে ০০ ০ সু ধার্

I না র্সা -া । র্রা র্সর্রর্গা র্রর্গর্রা I -র্সা -া -া । -া (না না I

ম তো ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ম রি

I না -া -া । -র্সা -া -া I নর্সা -নর্রা -র্সা । ণা ধা -পমা I

হা ০ ০ ০ ০ য়্ হা০ ০য়্ রে্ মা তো ০র্

I মা ধা -া । ধা ধা -না) } I না -না I না না -র্সা । র্সা র্সা -র্রা I
মু খে র্ বা ণী ০ মা তোর্ ব দ ন্ খা নি ০

I ণ্র্সা ণা -া । ধা পা -মা I পা পা -ধণা । পধা পা -া I
ম লি ন্ হ লে ০ আ মি ০০ ন য় ০

I -া -া -া । -া র্সা র্সর্রা I ণ্র্সা ণা -া । ধা পা -ধা I
০ ০ ০ ন্ ও মা০ আ মি ০ ন য় ন্

I মপা মগা -া । মা গমা -পা II II
জ০ লে ০ ভা সি০ ০

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি : সংগীত

মানুষ বাঁচে কর্মের মধ্যে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।